www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper

www.purbottar.in RNI No. 71057/96

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

ঘরোয়া পদ্ধতিতে বাড়াতে পারেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা-শিল্পা

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, লেখা, চিত্র আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 95932 00246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ মে-২১ মে ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 9th, Cooch Behar, Friday, 7 May - 21 May 2021, Page: 8 | ₹ 3.00

প্লাজমা থেরাপি আর নয়

দেশে করোনার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে চালু করা হয় "প্লাজমা থেরাপি"। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, এই থেরাপি কাজে আসছে না করোনার চিকিৎসায়। এই নিয়ে বৈঠক করে আইসিএমআর এবং ন্যাশনাল টাস্কফোর্স। বৈঠকে করোনার চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে প্লাজমা থেরাপি বাদ দেওয়ার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছে এই দুই সংস্থা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের (আইসিএমআর) প্লাজমা থেরাপি ট্রায়ালে করোনায় মৃত্যু ঠেকাতে কনভালেসেন্ট প্লাজমার তেমন কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি।

এতদিন পর্যন্ত মৃদু উপসর্গবিশিষ্ট করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে প্লাজমা থেরাপি প্রয়োগ করতেন চিকিৎসকরা। অনেক কোভিড জয়ী প্লাজমা দানের জন্য এগিয়েও এসেছেন। প্লাজমা ছাড়া প্রথাগত চিকিৎসা পেয়ে মারা গিয়েছিলেন ১৮% রোগী এবং প্লাজমা থেরাপি পেয়েও মারা যান ১৯% রোগী।

পশ্চিমবঙ্গে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প শুরু

নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় এসে কথা রাখলেন তিনি। রাজ্যে ২১শে মে থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প শুরু করছে। কোভিড বিধি মেনে বাড়ি বাড়ি রেশনের খাদ্যশস্য পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আপাতত প্রতিটি জেলায় একটি করে রেশন দোকানের মাধ্যমে এই পরিষেবা শুরু করা হবে। তবে ভৌগোলিক কারণে আপাতত পাহাড়ের জেলা গুলিতে এই পরিষেবা শুরু হচ্ছে না। 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প নিয়ে মঙ্গলবার খাদ্য দফতরের সচিবের সঙ্গে ফুড কমিশনারের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই প্রকল্প চালানোর জন্য প্রতি কুইন্টালে ২০০ টাকা করে রেশন ডিলারদের কমিশন দেওয়া হবে।

ভ্যাকসিন নেওয়ার টোকেন বিক্রি হচ্ছে জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভ্যাকসিনের লাইনেও ঢুকে পড়েছে দালালরা। এনিয়ে ধুন্ধুমার জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজে। ভ্যাকসিন নিতে আসা কিছু লোকের দাবি, সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভ্যাকসিন নেওয়ার লিস্ট নামও লিখিয়েছি কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভকারীরা আটক করেন স্বাস্থ্যকর্মীদের। পুলিস এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে গোলমাল প্রসঙ্গে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ডেপুটি সিএমওএইচ-৩ শঙ্করলাল ঘোষ বলেন, টিকা নিতে আসা লোকজন একটি লাইন-লিস্ট তৈরি করেছিল। সেই লিস্ট আমরা মানিনি। যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই টোকেন দেওয়া হয়েছে। ওরা এখন বলছে, আমদের লিস্ট নাম আছে কেন ভ্যাকসিন পাব না। শঙ্করলালবাবু আরও বলেন, আসলে এখানে একটা দালালচক্র তৈরি হয়েছে। কিছু লোক টোকেন তুলে তা ৫০০ টাকায় বিক্রি করেছে।

নারদ মামলায় গ্রেপ্তার

তৃণমূল কংগ্রেসের চার নেতা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে আবার নতুন মোড়, নারদ কান্ডে সিবিআই জাল গোটাতে শুরু করলো। সোমবার সকালে সিবিআই টীম মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার কেবিনেট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখার্জি, বিধায়ক মদন মিত্র এবং কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভন চ্যাটার্জীকে তাদের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে। চারজনকে আলাদাভাবে গ্রেপ্তার করে সিবিআই নিজেদের অফিস নিজাম প্যালেসে নিয়ে যায় সেখানে গ্রেপ্তারি খাতায় সই করানো হয়। যদিও সিবিআই প্রথমে গ্রেপ্তারের কথা অস্বীকার করেছিল কিন্তু পরে সিবিআই সূত্রে জানা যায় সোমবার সকালে সিবিআইএর বিশেষ আদালতে তাদের তোলা হবার পর তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হবে। উল্লেখ্য ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক ব্যাক্তিগত চ্যানেল স্ট্রীং অপারেশন করে একটা ভিডিও টেপ প্রকাশ করেছিল সে টেপে দেখান হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জন মন্ত্রী সারদা কান্ডে পয়সা নিচ্ছে। ২০১৬ সালে টেপ প্রকাশ হবার পর দাবি করা হয় টেপটা ২০১৪ সালের তোলা এই ভিডিও। ভিডিও টেপ প্রকাশ হবার পর সিবিআই ভিডিও টেপের ভিত্তিতে মামলা চালু হয়। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর হঠাৎ সিবিআইএর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নারদা কান্ডে ১৩ জনের নাম থাকা সত্ত্বেও শুধু চারজনকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারের নাম থাকলেও শুধুমাত্র বিজেপি করে বলে তাদের রেহাই দিয়েছে সিবিআই। সোমবার সকালে সিবিআই রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

কোভিড নিয়ন্ত্রণে এলে হবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলেই পরীক্ষা নেওয়া হবে, বৃহস্পতিবারে জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্র্যাত্য বসু। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হবে। আমরা খুব দ্রুত জানাব দিন।" আগামী ১ জুন থেকে মাধ্যমিক এবং ১৫ জুন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির করনে দু'টি পরীক্ষা নিয়েই তৈরি হল অনিশ্চয়তা।

জুন মাসেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে না বলে ১৬ মে জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "জুনের প্রথমার্ধে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে বলে ঠিক ছিল। জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে হওয়ার কথা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু, এখন কিছু কিছু কাজকর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব বলে স্থির হয়েছে। এই ধরনের বড় পরীক্ষার আয়োজনে ও প্রস্তুতিতে সময় লাগে। ফলে জুন মাসে ওই পরীক্ষাগুলো হবে না।" আলাপন পরে বলেন, "পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে কবে পরীক্ষা হবে, তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে।" মুখ্যসচিবের এই ঘোষণার পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও জুন মাসের পরীক্ষা না হওয়ার কথা ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই সঙ্গে তারা জানিয়ে দেয়, কবে পরীক্ষা হবে ও তার সূচি কী হবে, তা পরীক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় আগেই বলে দেওয়া হবে।

মেখলিগঞ্জ পুরসভায় প্রশাসক পদে দায়িত্ব পেলেন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী

কোচবিহার:- মেখলিগঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক হিসাবে পরেশ চন্দ্র অধিকারী-এর ওপর আস্তা রাখলেন দলনেত্রী। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন এবং পুর বিষয়ক দপ্তরের তরফে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে যে মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুর আধিকারিককে পুরসভার দায়িত্ব প্রশাসক বোর্ডের নব নিযুক্ত চেয়ারপার্সনকে দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী এই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন । রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পদে রয়েছেন পরেশ বাবু, একইসঙ্গে তিনি আজ পুরপ্রশাসক পদে দায়িত্ব নিলেন। শুধু তাই নয় পরেশ চন্দ্র অধিকারীর মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন ও চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বে সামলাচ্ছেন। কার্যত বলা যায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় মন্ত্রী পরেশের হাত দিয়ে উন্নয়ন প্রশস্ত করতে চাইছে রাজ্য সরকার। মেখলিগঞ্জের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-উন্নয়ন এখন পরেশ বাবুর হাতেই। এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভায় প্রশাসক পদে দায়িত্ব নিয়ে বিধায়ক তথা মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী জানান, "মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতায় আজ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। এলাকার উন্নয়নে এবং বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। মেখলিগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা ও মেখলিগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়নকল্পে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক পদে ছিলেন পরেশ চন্দ্র অধিকারী। ২১ শের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীসভা জায়গা করেন তিনি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়ে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেন তিনি। এর পর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে মেখলিগঞ্জ পুরসভায় পুনরায় তাকে প্রশাসক পদে দায়িত্ব দিলো রাজ্য সরকার।

অভিমুখ পরিবর্তন করে বাংলাতেই আছড়ে পড়তে পারে 'যশ'

দিঘা: বাংলা-ওড়িশা উপকূলেই অভিমুখ ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর। বুধবার সন্ধ্যায় এটি আছড়ে পড়তে পারে দিঘা থেকে পারাদ্বীপের মাঝে স্থলভাগে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তৃতি অনেকটা বেশি বলেই বেশি এলাকায় ক্ষতির আশঙ্কা বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। বুধবার, ২৬ মে সকাল থেকেই উত্তর বঙ্গোপসাগর উপকূলে দাপট দেখাবে এই ঘূর্ণিঝড়। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ আজ, রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এটি উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরে আগামিকাল, সোমবার পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। বুধবার উত্তর বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে তা আছড়ে পড়তে পারে বাংলা-ওড়িশা উপকূলে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আজ, রবিবার সন্ধ্যা থেকেই সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরে এই ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তৃতি বাংলাদেশ থেকে উত্তর ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত হবে। সেক্ষেত্রে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ দিয়েও স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সুন্দরবনের বাংলাদেশ উপকূল থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

সিআইডি-র শীর্ষপদ থেকে সরানো হল অনুজ শর্মাকে, এলেন জ্ঞানবন্ত সিং

কলকাতাঃ শুক্রবার নবান্নের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী ফের রাজ্য পুলিশে একাধিক পদে রদবদল। বদলি করা হল বেশ কয়েকজন এডিজি পদমর্যাদার অফিসারকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানোর পর সিআইডির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অনুজ শর্মার কাঁধে। সিআইডি-র সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ এডিজি (সিআইডি) পদে ছিলেন তিনি। সরানো হচ্ছে তাঁকে। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বার সরকার গঠন করেছে তৃণমূল। ভোট মেটার পর রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনিক পদে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। এবার আরও দীর্ঘ হল সেই তালিকা। সিআইডির দায়িত্ব নেওয়ার আগে অনুজ ছিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার। রাজ্য সরকারের যথেষ্টই সুনজরে আছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশে বদলি করা নিয়ে কিছুটা কৌতুহলও তৈরি হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরানো হল এডিজি-আইজিপি, ওয়েলফেয়ার রণবীর কুমারকে। সরানো হচ্ছে আইপিএস ডঃ দেবাশিস রায়কে। এডিজি (টেলিকমিউনিকেশন) নিত্তরঞ্জন রমেশবাবুকে বদলি করা হচ্ছে। এডিডি-আইজিপি (ওয়েলফেয়ার) অর্থাৎ রণবীর কুমারের জায়গায় দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি। এছাড়াও বদলি করা হচ্ছে অজয় মুকুন্দ রানাডে এবং আর শিবকুমারকে। তবে এর পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পাচ্ছেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ সিকিডিরিটি জ্ঞানবন্ত সিং। এই পদের পাশাপাশি সিআইডির এডিজি পদেও নিযুক্ত হলেন তিনি।

কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলো ছাত্রী

মালদা, ২০ মে: পড়া বাদ দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক নিয়ে মোবাইলে ব্যস্ত থাকায় মেয়েকে বকাবকি করেছিলো অভিভাবকেরা। আর তারই জেরে অভিমানে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা গাজোল থানার রানীগঞ্জ এলাকায়। যদিও ময়না তদন্তের পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিউটি বালো(১৯)। বাড়ি গাজোল থানার রানীগঞ্জ এলাকায়। সে স্থানীয় কৃষ্ণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে স্থানীয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এদিন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

অমৃতাঞ্জনের কম্ফি ন্যাপকিন

শিলিগুড়ি, মে ২০২১: মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ব্র্যান্ড 'কম্ফি স্নাগ ফিট' উওমেন হাইজিন মার্কেটে আশার আলো নিয়ে এসেছে। অমৃতাঞ্জন হেলথকেয়ার লিমিটেডের এই স্যানিটারি ন্যাপকিনে সুপিরিয়র টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে সাশ্রয়ী মূল্য ও উত্তম মানের নিশ্চয়তার জন্য। কম্ফি স্যানিটারি ন্যাপকিনের দাম শুরু ২০ টাকা থেকে। অমৃতাঞ্জন একমাত্র কোম্পানি যারা এত কম দামে হাই কোয়ালিটি ন্যাপকিন বাজারে এনেছে। অন্যান্য লিডিং ব্র্যান্ডের থেকে কম্ফি ৮০ শতাংশ বেশি শোষণের নিশ্চয়তা দেয়।

কম্ফির লক্ষ্য, কাপড়ের ঘরোয়া ন্যাপকিনের পরিবর্তে 'হাইজিনিক মেনস্ট্রুয়াল সলিউশন' প্রদান করা এবং কাপড়ের পরিবর্তে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের স্বাস্থ্যসম্মত উপযোগিতা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা। নামী অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরকে এই সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের জন্য আনা হয়েছে। ক্যাম্পেনটি টিভি, ডিজিটাল ও ইন-স্টোর সহ বিভিন্ন মিডিয়া প্লাটফর্মে লঞ্চ করা হবে।

১৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে এনইএফটি পরিষেবা

আগামী রবিবার কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে এনইএফটি পরিষেবা। আরবিআই জানিয়েছে, শনিবার ২২ মে রাত ১২ টার পর থেকেই রবিবার ২৩ মে দুপুর ২ টো পর্যন্ত এনইএফটি পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এনইএফটি-র টেকনিক্যাল আপগ্রেডের জন্যই সাময়িক ভাবে এই পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এনইএফটি-র মাধ্যমে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়। এই পরিষেবার মাধ্যমে কেউ টাকা পাঠালে তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যায় প্রাপকের কাছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম অথবা সর্বাধিক কত বার লেনদেন করা যাবে সে ব্যাপারে কোনও সীমা ঠিক করা নেই, তবে কিছু কিছু ব্যাংক এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট লিমিট রাখে।

আরবিআই-এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যাংকগুলো যেন তাদের গ্রাহককে এই আপগ্রেডের বিষয়ে সূচিত করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে অর্থাৎ ২৩ মে দুপুর ২ টোর পরে গ্রাহকেরা আবার এনইএফটি পরিষেবার সুবিধা নিতে পারবেন। তবে এই সময়ের মধ্যে আরটিজিএস সিস্টেম যথারীতি চালু থাকবে।

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল কলকাতা পুলিশ

একটি মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরছে। ওই মেসেজে একটি কোড দেওয়া আছে। মেসেজটি শেয়ার করার কথাও বলা হচ্ছে। যদি কোনও ব্যক্তি সেটি শেয়ার করেন তবে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শুক্রবার (২১ মে) কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। ওই ছবিতে একটি লিংক এবং নম্বর কোড দেখা গেছে। যা নিয়ে সতর্ক করে কলকাতা পুলিশ। সচেতনতার জন্য তারা জানায়, '৫৫৪-৪১০ কোড উল্লিখিত কোনও লিংক ফোনে এলে শেয়ার করবেন না। পরিচিত কেউ পাঠালেও না। তার কারণ কিছু জালিয়াত এই পদ্ধতিতে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে পারে'।

সুপার-ন্যাচারাল ক্রাইম সিরিজ 'দ্য লাস্ট আওয়ার'

গুয়াহাটি : 'দ্য লাস্ট আওয়ার'-এর অফিসিয়াল ট্রেলার মুক্তি পেলো অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে। এটিই অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে প্রথম ভারতীয় সুপারন্যাচারাল ক্রাইম সিরিজ। অমিত কুমার ও অনুপমা মিঞ্জ সৃষ্ট, লিখিত ও প্রযোজিত 'দ্য লাস্ট আওয়ার'-এর এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার অমিত কুমার এবং আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ও ৪ বার বিএএফটিএ পুরস্কার জয়ী আসিফ কাপাডিয়া। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে 'দ্য লাস্ট আওয়ার'-এর প্রিমিয়ার হবে ১৪ মে।

হেভি ডোজের সাসপেন্স, মিস্ট্রি এবং অপ্রত্যাশিত 'টুইস্টস অ্যান্ড টার্নস'-এ ভরপুর এই শো-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে সঞ্জয় কাপুর, কর্মা তাকাপা, শাহানা গোস্বামী, শাইলী কৃষেন, রাইমা সেন, রবিন তামাং ও মন্দাকিনী গোস্বামীকে।

গ্রাহকদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবে নিবেশ

গুয়াহাটি : আইএএন ফান্ড থেকে নিবেশ-ডট-কম ১.৬ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এই রাউন্ডে অন্যান্য কো-ইনভেস্টর যেমন ইন্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্কের অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর্স, এলভি অ্যাঞ্জেল ফান্ড ও অন্যান্য অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরগণও অংশ নিয়েছিলেন। ফিনটেক স্টার্ট-আপ নিবেশ- ডট- কম হল একটি মোবাইল - ফার্স্ট ডিজিটাল প্লাটফর্ম, যা মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টসের ডিস্ট্রিবিউটরদের সাহায্য করে দেশের আরও গভীরে তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে। এই প্লাটফর্ম ডিস্ট্রিবিউটরদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে ও নতুন গ্রাহক আনতে সক্ষমতা প্রদান করে। প্রসারনের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে অটোমেশনের মাধ্যমে টেকনোলজির উন্নয়নে, যেখানে গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক প্রোডাক্টস নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হবে।

ইতিপূর্বে নিবেশ ফান্ড সংগ্রহ করেছে এলভি অ্যাঞ্জেল ফান্ড, উইন্ডরোজ ক্যাপিটাল নিয়ন্ত্রিত নেক্সট বিলিয়ন ফান্ড এবং বিবেক খারে, বাসব প্রধান, রাহুল গুপ্তা ও সন্দীপ শ্রফের মতো বিশিষ্ট অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরদের নিকট থেকে। ২০২০ সালে নিবেশ 'ওয়েলথটেক১০০' তালিকাভুক্ত হয়। ওয়েলথটেক১০০ হল বিশ্বের সেরা ১০০ ওয়েলথটেক কোম্পানিগুলির বার্ষিক তালিকা, যার নির্বাচক ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট ও অ্যানালিস্টদের একটি প্যানেল। উল্লেখ্য, নতুন সংগৃহিত ক্যাপিটাল ব্যবহৃত হবে ইন্স্যুরেন্স ও লেন্ডিং প্রোডাক্টস-সহ প্রোডাক্ট পোর্টফোলিয়ো সম্প্রসারনের কাজে এবং পার্টনার ও কাস্টমারদের জন্য আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট নিয়ে আসার জন্য।

সোনির নতুন কম্প্যাক্ট লার্জ-অ্যাপার্চার লেন্স

নতুন দিল্লি, মে ২০২১: ই-মাউন্ট লেন্স লাইনআপে নতুন সংযোজন হিসেবে সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো 'এফই ১৪এমএম এফ১.৮ জিএম' (মডেল এসইএল১৪এফ১৮জিএম) লেন্স। এটি একটি কম্প্যাক্ট, লার্জ-অ্যাপার্চার, আল্ট্রা-ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স।

নতুন 'এফই ১৪এমএম এফ১.৮ জিএম' লেন্স পাওয়া যাচ্ছে ২০ মে থেকে। দাম (এমআরপি) ১৬২,৯৯০ টাকা। সকল সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর্স, www.ShopatSC.com পোর্টাল ও মুখ্য ইলেকট্রনিক স্টোরসমূহে পাওয়া যাবে এই লেন্স।

নতুন 'এফই ১৪এমএম এফ১.৮ জিএম' লেন্সের বৈশিষ্ট্য হল এটিতে রয়েছে অ্যাডভান্সড অপ্টিক্যাল টেকনোলজি-সহ কম্প্যাক্ট অপ্টিক্যাল ডিজাইন (৮৩এমএম ঢ ৯৯.৮ এমএম, ওজন ৪৬০ গ্রাম)। 'এফই ১৪এমএম এফ১.৮ জিএম' লেন্স এফ১.৮-এ বিউটিফুল বোকে তৈরি করতে পারে। ক্লোজ-আপ স্টিল ও ভিডিয়ো শ্যুটিংয়ের জন্য এই লেন্স আদর্শ। এটি চমকপ্রদ বোকে তৈরি করতে পারে, যা সোনির জি মাস্টার প্রিমিয়াম সিরিজের লেন্সের বিশেষত্ব। দুইটি এক্সডি (এক্সট্রিম ডায়নামিক) লিনিয়ার মোটর ব্যবহারের দ্বারা ফোকাস হয় একদম নিখুঁত। ভিডিয়ো কনটেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য এই লেন্স অপরিহার্য।

করোনায় মৃত্যু হলে মিলবে ২ লক্ষ টাকা!

নয়াদিল্লি: দেশের দরিদ্র মানুষদের জীবন বীমা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ২০১৫ সালে লঞ্চ করেছিল মোদি সরকার। এই যোজনায় পলিসি হোল্ডারের যে কোনও কারণে মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যরা পেয়ে যাবেন বিমার ২ লক্ষ টাকা। এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে পলিসি হোল্ডারের মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যরা বিমার ২ লক্ষ টাকা এবার ক্লেম করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে । তবে এর জন্য রয়েছে একটি বিশেষ শর্ত। নমিনি এই টাকা তখনই ক্লেম করতে পারবেন যদি পলিসি ২০২০-২০২১ সালে করানো হয়ে থাকে। দেশের যে কোনও নাগরিক ১৮ থেকে ৫০ বছর (life cover up to age 55) বয়সের মধ্যে এই পলিসি করাতে পারবেন এই যোজনায় কোনও কারণে মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকার ক্লেম করা যাবে। PMJJBY স্কিম পলিসি হোল্ডারদের ১ বছরের জন্য জুন থেকে মে মাস পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকার লাইফ কভার দিয়ে থাকে এর জন্য বছরে ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে পলিসি হোল্ডারকে এবং প্রত্যেক বছর পলিসি রিনিউ করতে হবে এর জন্য পলিসি হোল্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। দেশের দরিদ্র মানুষের বীমা করানোর লক্ষ্যে নিয়ে এই প্রকল্পটি চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা বীমার সুবিধা পাওয়া যায়। তবে বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। ১.একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি বীমা সংস্থা এবং একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ২. কোনও কারণে প্রিমিয়াম না দেওয়ার কারণে স্কিমটি বন্ধ হয়ে গেলে, পরে বার্ষিক প্রিমিয়াম দিয়ে এবং নিজের সুস্বাস্থ্যের ডিক্লারেশন দিয়ে স্কিমটি পুনরায় চালু করতে পারবেন। ৩. PMJJBY-টাকা ক্লেম করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পলিসি হোল্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্লেমের টাকা পাঠানো হবে। ৪. ৫৫ বছর বয়স হওয়ার পরে পলিসি হোল্ডারের বীমা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যাবে।

জুনে ব্যাঙ্ক বন্ধের ছুটির লিস্ট

নয়াদিল্লি: করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে ত্রাহি ত্রাহি রব গোটা দেশজুড়ে । এরকম পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের সুরক্ষার ভেবে প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের অনলাইনে একাধিক পরিষেবা দিচ্ছে যাতে তাঁদের ব্যাঙ্কে যেতে না হয়। গ্রাহকদেরও অনলাইন পরিষেবা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এরকম বেশ কিছু কাজ রয়েছে যার জন্য ব্যাঙ্কে যেতে হতে পারে। আপনারও এরকম কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে অবশ্যই ছুটির লিস্ট দেখে যাবেন। জুন মাসে মোট ৯দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে ব্যাঙ্কের ছুটির লিস্ট জারি করা হয়ে থাকে-রাজ্যের হিসেবে ব্যাঙ্কের ছুটি ঠিক করা হয়- জইও এর তরফে জারি ছুটির লিস্ট অনুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটি ও হলিডে মিলিয়ে জুন মাসে মোট ৯ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক -এই মাসে কোনও বড় উৎসব নেই- সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া কেবল স্থানীয় উৎসবের জন্য ৩ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক।

চা-বাণিজ্য বিষয়ে ড্রিপ ক্যাপিটালের রিপোর্ট

গুয়াহাটি, মে ২০২১: গ্লোবাল ট্রেড ফাইন্যান্স কোম্পানি ড্রিপ ক্যাপিটাল ইনকর্পোরেটেড সম্প্রতি চা বাণিজ্য বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে এদেশের চায়ের বিপণন বিষয়ক নানা দিক উঠে এসেছে। ড্রিপ ক্যাপিটালের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ ১৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভারতীয় চা রপ্তানি করেছে।

দার্জিলিং তার চায়ের জন্য বিশ্বে একটি সুপরিচিত নাম এবং পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা রপ্তানিকারক রাজ্য। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কারণে ভারতীয় চায়ের চাহিদা থাকলেও রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, চা শিল্পের জন্য যথেষ্ট ব্র্যান্ড ইমেজ গড়ে তোলার জন্য যথাযথ বিনিয়োগ করা হয়নি, এখনও হচ্ছে না। ২০০৪ সালে দার্জিলিং চা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) ট্যাগ পেলেও তা সেভাবে তুলে ধরা হয়নি, ফলে তার তেমন প্রভাব পড়েনি রপ্তানি ক্ষেত্রে। অবশ্য, ২০১৯ সালে ভারতের চা রপ্তানির পরিমাণ শ্রীলংকার থেকে ৫০ শতাংশ বেশি। ড্রিপ ক্যাপিটালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় চায়ের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য তুলনামূলক ছোটো প্যাকেজিংয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

করোনা আবহে নতুন আতঙ্ক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

মিউকরমাইকোসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণকে এবার মহামারী হিসেবে ঘোষণা করল তেলঙ্গানা সরকার। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি ৬ জনের দেহে মিলেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের অস্তিত্ব। তেলেঙ্গানা সরকারের তরফে সে রাজ্যের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা গুলিকে এই ছত্রাক মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সঙ্গে বলেছে, কালো ছত্রাকের সঙ্গে জড়িত যেকোনো সন্দেহজনক কিংবা মিউকরমাইসিসিস সংক্রমনের কথা সরকারকে জানাতে হবে। এই বিষয়ে দৈনিক কি কি রিপোর্ট আসছে সেই বিষয়ে স্বাস্থ্য সংস্থা গুলিকে নিয়মিত সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। দেশের মধ্যে প্রথমে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে দেখা দেয় এই কাল ছত্রাকের প্রভাব। তারপর ধীরে ধীরে দিল্লি ও বিহার হয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গেও প্রবেশ করে এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন কালো ছত্রাক বা মিউকরমাইসিসিস করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করছে। প্রথমেই এই ফাঙ্গাস করোনা রোগীদের ফুসফুসে আক্রমণ করে। এমনকি এই ছত্রাকের কারণে বহু করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

করোনা মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, সেই সময় এই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মানব শরীরকে আক্রমণ করে। এর উপসর্গ গুলি হল, চোখ কিংবা গাল ফুলে ওঠা এবং সেইসঙ্গে নাক দিয়ে কালো জাতীয় কোন বস্তুর হঠাৎ নিঃসরণ হওয়া। এই সকল লক্ষণ গুলো দেখা দিলে চিকিৎসকদের দ্রুত পরামর্শ নিলে এই কালো ছত্রাককে অনেকটাই রোধ করা যাবে বলে মত ডাক্তারদের।

আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ২ মাস বাড়াল কেন্দ্র

করোনা পরিস্থিতিতে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় ঘোষণা করল সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)। দেশে করোনা অতিমারীর কথা মাথায় রেখে ২০২০-২১ সালের ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ২ মাস বাড়িয়ে করা হল ৩০ সেপ্টেম্বর। এর আগে এই সময়সীমা ছিল ৩১ মে। যেসব কোম্পানির অডিট প্রয়োজন হয় তাদের আয়কর জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে করা হল ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। ব্যক্তিগত ভাবে যারা আইটিআর-১ ও আইটিআর-৪ নম্বর ফর্ম ভরে আয়কর রিটার্ন ফাইল করেন তাদের ওই রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ জুলাই পর্যন্ত। সিবিডিটির তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে কোম্পানিগুলির আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে। কোম্পানিগুলিতে তাদের কর্মচারীদের ফর্ম-১৬ দিতে হবে ১৫ জুলাইয়ে মধ্যে। ট্যাক্স অর্ডিট রিপোর্ট ফাইল করার সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

সম্পাদকীয়

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে হিমশিম খাচ্ছে গোটা দেশ। এর মধ্যেই চোখ রাঙাচ্ছে নয়া রোগ ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মিউকর মাইকোসিস। অক্সিজেন, ভ্যাকসিন, হসপিটাল বেড প্রায় সব কিছু নিয়েই এই মুহূর্তে সরকারের নাজেহাল অবস্থা। ইতিমধ্যেই অতিমারী আইনে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে বিশেষ রোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে তেলেঙ্গানা সরকার; দিল্লী সরকার তিনটি হসপিটালে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস এর কেয়ার সেন্টার তৈরি করেছে; রাজস্থান সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কে এপিডেমিক বলে ঘোষণা করেছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সমস্ত রাজ্যে, মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই এই রোগের শিকার হয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৯০ জনের। রাজস্থানের ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণের শিকার প্রায় ১০০ জন মানুষ। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ থেকে পশিমবঙ্গও রেহাই পায় নি। জানা গিয়েছে শহর কলকাতাতেই ছত্রাকের সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। এই মুহূর্তে তাতেই উদ্বেগ বেড়েছে সরকারের। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকারের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকার গুলিকে। জানানো হয়েছে এই সংক্রমণকেও এপিডেমিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কেউ আক্রান্ত হলে সেই খবর জানাতে হবে কেন্দ্রকে।

এদিন কোভিড নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের দশ জন মুখ্যমন্ত্রী সহ বেশকিছু জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বৈঠকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন ভেবেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, “করোনার সঙ্গে এখন ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হচ্ছে। আমি যা ভাবলাম জানতে চাইবো এর চিকিৎসা কি□ গাইড লাইন কি□ ওষুধপত্রের যোগান কিভাবে দেওয়া হবে□ কিছুই বলতে দেওয়া হলো না।” প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা না করতে পারলেও ইতিমধ্যে কৃষ্ণ ছত্রাক নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার।

যদিও বিপদ কেবলমাত্র ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কে নিয়েই নয় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সাথে হঠাৎই উপস্থিত হয়েছে হোয়াইট ফাঙ্গাস, বিশেষজ্ঞদের মতে যা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থেকেও বেশি ভয়াবহ কারণ, এর ইনফেকশন ফুসফুস ছাড়াও শরীরের অন্য অঙ্গ যেমন নখ, চামড়া, কিডনি, মস্তিষ্ক, ছাড়াও গোপনাঙ্গ তে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই বিহারে হোয়াইট ফাঙ্গাসের চারটি কেস ধরা পড়েছে যদিও অন্যকোন রাজ্যে এর প্রকোপ এখনো পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। এই অবস্থায় দেশের সরকার সাধারন জনগণের সুরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেয় গোটা দেশ তারই অপেক্ষায়।

অসমে বাংলা ভাষার ইতিহাসের দীর্ঘ ৬০ বছর

১৯৬১ সালের ১৯ মে, বাংলা ভাষার ইতিহাসে দিনটি চিরস্মরনিয়। অসমের শিলচর রেলস্টেশনকে এগারো জন ভাই-বোনের রক্তে রাঙানো হয়েছিল সেই দিনে। বাংলা ভাষাকে তারা অসমের সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল, এটাই ছিল তাদের অপরাধ। সেদিন ভাষা আন্দোলনে জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বরাক উপত্যকা। স্কুল, কলেজ, সরকারি বেসরকারি অফিস, আদালত, যানবাহন বন্ধ ছিল সবকিছু। বন্ধ বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ তবে গান্ধীজির শেখানো অহিংসা ও শান্তি কে আশ্রয় করেই এগোচ্ছিল আন্দোলন। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল তবে দুপুর দুটো নাগাদ রহস্যময়ী এক ব্যক্তির নির্দেশে নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলি চালাতে শুরু করে যার ফলে সেখানে উপস্থিত আন্দোলনকারী ভাইবোনদের মধ্যে ১১ জন ঘটনাস্তলেই শহীদ হন এবং আহতের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। এই

ঘটনার প্রভাব শুধু শিলচর বা কাছারেই নয় এর প্রভাব পরে সম্পূর্ণ অসমে যার জেরে আন্দোলন হয়ে ওঠে আরো জোরদার। শেষ পর্যন্ত টনক নড়ে কেন্দ্রের এবং দিল্লী থেকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী চলে আসেন শিলচরে এবং সেখানে তার ডাকা বৈঠকে শাস্ত্রী ফর্মুলা গৃহীত হয়। এই ফর্মুলা অনুসারে তৎকালীন কাছারের (বর্তমান বরাক উপত্যকা) জন্য বাংলা ভাষাকে সরকারি তথা রাজ্য ভাষার সিকৃতি দেওয়া হয়।

সেই মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্য আন্দোলন স্থগিত হলেও অসমের সর্বত্র অসমীয়া বাধ্যতামূলক সার্কুলারের প্রকাশে আন্দোলনের পুনঃ প্রকাশ ঘটে। অগপ দল যখন শাসন ক্ষমতায় আসে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত করিমগঞ্জে এলে উপস্থিত আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে পুলিস আবারও গুলি চালায় যার ফলে নিহত হয় জগন ও যীশু নামের দুই যুবক। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য বরাক উপত্যকায় মোট শহীদ হয় ১৪ জন যা কোনোদিনও ভোলার নয়।

এত প্রচেষ্টার পরও অসমে বাংলা ভাষা অন্যতম সরকারি ভাষার স্বীকৃতি লাভ করলেও আজও নান অছিলায় কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী অসমিয়াদের অপচেষ্টায় তার প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। যদিও গগৈ সরকার, সর্বা সরকার এবং বর্তমান হিমন্ত সরক্র বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে যার ফলসরূপ অসমের সচেতন দুই উপত্যকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলা ভাষাকে স্বীকার করে শান্তিতে বসবাস করছে তবে এই ১৪ জন শহীদের আত্মদান বরাক উপত্যকার মানুষেরা কোনোদিনও ভুলবে না। তারা শহীদ তারা অমর।

সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ মানুষের মৃত্যুর হতে পারে

কর্মস্থলে অতিরিক্ত কাজ বছরে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দারায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আই এল ও যৌথভাবে পরিচালিত এক সমীক্ষায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। হু'র পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মারিয়া নাইরা ১৭ মে জানান, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কর্মস্থলে কাজ করলে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। তিনি বলেন, ‘এ তথ্য জানানোর মাধ্যমে আমরা কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই’।

এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগ ও হৃদ্□রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কর্মস্থলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করার কারণে তাঁরা এসব রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে কাজ করা ও মৃত্যু নিয়ে বিশ্বে প্রথম এ ধরনের গবেষণা হল। গবেষণা প্রতিবেদন বলেছে, ২০০০ সালের তুলনায় মৃত্যুর এ হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

গবেষণায় ১৯৪টি দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় উঠে এসেছে, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায় এবং সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে ১৭ শতাংশ। ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত গবেষণাটি পরিচালিত হয়। হু বলছে, অতিমারীর কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, কমপক্ষে ৯ শতাংশ মানুষ কর্মস্থলে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানোম গেয়োসুসসহ সংস্থার কর্মীরা বলেছেন, অতিমারীর সময় তাঁরা দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে কাজ করেছেন। হু'র পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মারিয়া নাইরা বলেন, হু এ গবেষণার আলোকে তাঁদের নীতি উন্নয়নের পরিকল্পনা করছেন। হু'র প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তা ফ্রাঙ্ক পেগা বলেন, কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ কর্মীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তিনি বলেন, মর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে কর্মঘণ্টা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে নির্দিষ্ট ওই সময়ের মধ্যে কর্মীদের কর্মক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব হবে।

শব্দজব্দ-১০৩

১			২	■	■	■	৩	
	■	■	৪		৫	■		■
	■	■		■	৬	৭		
৮		৯		■	■		■	■
■	■		■	■	■		■	■
■	■		■	■	১০			১১
১২	১৩		১৪	■		■	■	
■		■	১৫			■	■	
১৬		■	■	■	১৭			

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র পাশাপাশি ১। বাংলায় 'ফিনাশিং' ৩। পাখি ৪। খুলে ফেলা ৬। অবিরাম, একটানা ৮। কর্মকুশলতা ১০। অভিষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ ১২। উদ্ধত; অশিষ্ট ১৫। জোঁক ১৬। ক্রোধ, রাগ ১৭। তাঁতঘর।

সূত্র উপর-নীচ ১। সরু ধান ২। উঁচু-নীচু, এবড়োখেবড়ো ৩। পটোলের পাতা বা লতা ৫। জল ৭। মনগড়া কথা; মিথ্যা ৯। ভয়ংকর শব্দ ১০। শ্রবণ ১১। রত্নময় হার ১৩। মুখবন্ধ, অবতরণিকা ১৪। বিবাহের পাত্র।

সমাধান : শব্দজব্দ-১০২

■	■	■	■	দ	ফা	নি	কা	শ
■	ব	ন্ধ	কা	লা	■	ত্য	■	ত
■	ং	■	■	■	■	ন	■	দ্রু
■	স	■	জ	য়	কে	তু	■	দ
■	র	স	■	■	■	ন	গ	■
প্যা	■	মা	থা	মু	ন্ডু	■	লা	■
সে	■	জ	■	■	■	■	বা	■
ঞ্জা	■	সে	■	কা	র	সা	জি	■
র	ং	বা	হা	র	■	■	■	■

শুধু ফর্মুলা দিয়েই কি ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব□

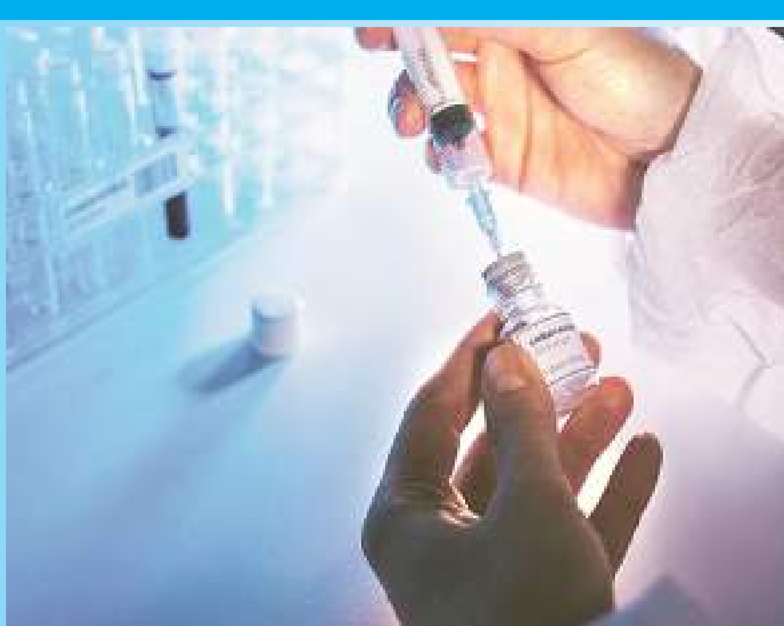

করোনা ভ্যাকসিনের ঘাটতি মেটাতে ভারতের নিজস্ব ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিনের ফর্মুলা ভারতের অন্যান্য ফার্মা কোম্পানিগুলিকে দেওয়ার দাবি উঠছে। সেইমতো নীতি আয়োগ দেশের ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানালেও তাদের থেকে মিলছেনা ভাল সাড়া। ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড, ভারত ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালস এবং হ্যাফকাইন ইনস্টিটিউট-সহ মাত্র কয়েকটি কোম্পানি এগিয়ে আসছে। এর কারন হিসেবে দেখা হচেছ কোম্পানিগুলির কাছে ভ্যাকসিন তৈরি করার মতো জটিল প্রযুক্তির এবং পরিকাঠামগত অভাব।

এই বিষয়ে শান্তা বায়োটেকের প্রতিষ্ঠাতা, কে এল ভারাপ্রসাদ রেড্ডি বলেছেন, ভ্যাকসিন তৈরি করতে ভ্যাকসিনের ফর্মুলাই মূল বিষয় না, প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিই আসল। এবং এই সবকিছুর জোগান দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করতে কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ মাস লেগে যাবে। কোভ্যাকসিন উৎপাদনে রাজি হওয়া ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেডের বর্তমান ল্যাবের পরিকাঠামো ভ্যাকসিন তৈরি করার মতো পর্যায় নিয়ে যেতে সময় প্রয়োজন হবে কমপক্ষে তিন মাস এবং পুরোদমে ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব হবে অক্টোবরে। ভারত ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালস এবং হ্যাফকাইন ইনস্টিটিউটেরও বিএসএল-৩ ল্যাব তৈরি করতেও বেশ কয়েকমাস সময় লাগবে। কোভ্যাকসিন তৈরি করতে বিএসএল-৩ ল্যাব অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্বের প্রথম সারির এক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানির শীর্ষকর্তা বলেছেন, ‘সাধারণভাবে কেউই সক্রিয় ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে চায় না। সেকারণেই বেশিরভাগ টিকা প্রস্তুতকারক কোম্পানি প্রোটিন নির্ভর ভ্যাকসিন তৈরি করে। কিন্তু, মহামারী পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত ভ্যাকসিন তৈরির উপায় হল, সক্রিয় ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে ভ্যাকসিনের উৎপাদন। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন তৈরি করতে যে ধরনের পরিকাঠামো ও সুরক্ষাবলয়ের প্রয়োজন সেটি অধিকাংশ কোম্পানির কাছেই নেই।

এম-আরএনএ প্রজুক্তিতে তৈরি ভ্যাকসিন দ্রুত ও সহজে তৈরি সম্ভব। কারণ, এই ধরনের ভ্যাকসিন তৈরিতে খুব বেশি সংক্রামক ভাইরাসের প্রয়োজন হয় না। জিনের পরিবর্তন ঘটানো ভাইরাস থাকে এবং একবার তার কপি করে নিতে পারলেই ব্যাপক হারে তার উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল, ভারতে এই প্রকারের পরিকাঠামো নেই। ফাইজার এবং মর্ডানা যদি তাদের ফর্মুলা শেয়ার করে, তাহলে ভারতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা যেতেই পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্যামিলি ডে, আমন্ডের সঙ্গে

কলকাতা, মে ২০২১: প্রতিবছর আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালিত হয় ১৫ মে। এইবছরের থিম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে পরিবারের সুস্থতার ওপরে টেকনোলজির প্রভাব।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে সকলের উচিত নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্যদের সুস্থতার জন্য লাইফস্টাইলে প্রভাবদায়ী পরিবর্তন আনা। এই কাজ শুরু করা যায় সুখাদ্য নির্বাচন ও সঠিক স্ন্যাকিংয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার দ্বারা। আমন্ডের মতো বাদাম ১৫টি পুষ্টি উপাদানে পূর্ণ। এর আরও অনেক স্বাস্থ্যকর গুণ রয়েছে। বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান পরিবারের দৈনিক খাদ্যতালিকায় স্বাস্থ্যসম্মত আমন্ড যুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, প্রতিদিন আমন্ড খাওয়া ইমিউনিটি বৃদ্ধির সহায়ক। ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিয়োনাল হেড (ডায়েটেটিক্স) ঋতিকা সমাদ্দার জানালেন, শারীরিক সক্রিয়তার জন্য পরিবারের সকলের পুষ্টিকর আমন্ড খাওয়া প্রয়োজন। এজন্য খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন এনে আমন্ড যোগ করা দরকার।

হাউসিং-ডট-কমের সিটি হেলথ কার্ড

কলকাতা: হেলথকেয়ার সার্ভিস, স্যানিটেশন ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতা পিছিয়ে রয়েছে। ইলারা টেকনোলজিসের অধিকৃত অগ্রণী অনলাইন রিয়াল এস্টেট সংস্থা হাউসিং-ডট-কমের 'স্টেট অফ হেলথকেয়ার ইন ইন্ডিয়া: ইন্ডিয়ান সিটিজ থ্রু দ্য লেন্স অফ হেলথকেয়ার' শীর্ষক সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে। 'হাউসিং-ডট-কম সিটি হেলথ কার্ডে' কলকাতার স্থান হয়েছে সপ্তম।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৫.৭ মিলিয়ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট কলকাতায় ১ হাজার মানুষ-পিছু বেডের সংখ্যা মাত্র ২, যার মধ্যে বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালের বেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে অতিমারির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বেডগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। হাউসিং-ডট-কমের সিটি হেলথ কার্ডের তালিকার শীর্ষে রয়েছে পুণে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে আহ্মেদাবাদ ও মুম্বই। তালিকায় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম স্থানে রয়েছে চেন্নাই, কলকাতা ও দিল্লি-এনসিআর। 'হাউসিং সিটি হেলথ কার্ড' তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গুণমানের বিচারে শীর্ষস্থানীয় আটটি শহরকে নিয়ে। ১০০টির বেশি বেড থাকা হাসপাতালগুলিকে বিবেচনাধীন রাখা হয়েছিল।

ব্লু ডার্ট মেড-এক্সপ্রেস কনসর্টিয়াম

শিলিগুড়ি, মে ২০২১: ভারতের অগ্রণী এক্সপ্রেস লজিস্টিক্স সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ডয়শে পোস্ট ডিএইচএল গ্রুপের অঙ্গ ব্লু ডার্ট শুরু করল ব্লু ডার্ট মেড-এক্সপ্রেস কনসর্টিয়াম। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে ড্রোনের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন ও এমার্জেন্সি মেডিক্যাল সাপ্লাই পৌঁছে দেওয়া। ব্লু ডার্ট মেড-এক্সপ্রেস কনসর্টিয়াম হল তেলেঙ্গানা সরকার, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, নীতি আয়োগ ও হেলথনেট গ্লোবালের সহযোগিতায় তৈরি হওয়া 'মেডিসিন ফ্রম দ্য স্কাই' প্রোজেক্টের অঙ্গ।

অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক তেলেঙ্গানায় পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ড্রোন উড়ানের জন্য এই প্রোজেক্টটিকে প্রয়োজনীয় ছাড় ও অধিকার দিয়েছে। এর লক্ষ্য হল ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে নির্দিষ্ট স্থানে মেডিসিন ও কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন-সহ বিভিন্ন হেলথকেয়ার সামগ্রীর নিরাপদ, সঠিক ও বিশ্বস্ত পিক-আপ ও ডেলিভারির জন্য যাতায়াতের একটি বিকল্প লজিস্টিক্স রুট যাচাই করা।

ব্লু ডার্ট মেড-এক্সপ্রেস ড্রোন ফ্লাইট ব্যবস্থা তেলেঙ্গানায় হেলথকেয়ার সামগ্রীর ডেলিভারির ক্ষেত্রে এক নতুন ডেলিভারি মডেল উপস্থাপন করবে। এই মডেল চালু হলে ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল স্টোর্স ও ব্লাড ব্যাংকগুলি থেকে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটগুলি পর্যন্ত ডেলিভারি প্রদান সম্ভব হবে। পরবর্তীতে ডেলিভারি দেওয়া যাবে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলি থেকে সেন্ট্রাল ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরিগুলি পর্যন্ত।

সড়কপথের সমস্যার কারণে মণিপুরের ক্ষেত্রে আগে টিকেএম নতুন ভেহিকেল ডেলিভারি দিতে পারতো আসামের খটখটি পর্যন্ত। সেখান থেকে গাড়িগুলি একটি একটি করে ইম্ফলে নিয়ে যেতে হতো। বর্তমানে টিকেএম রোড ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে একটি পাইলট প্রোজেক্টের মাধ্যমে দ্রুত মণিপুরে নতুন ভেহিকেল পৌঁছে দিতে পারছে সরাসরি ইম্ফলে টিকেএম-এর ডিলার পার্টনার 'পুনিয়া টয়োটা'র কাছে।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের বিক্রয় বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, মে ২০২১: কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সে উন্নতি ঘটানোর ফলে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিক্রয় বৃদ্ধি হচ্ছে বলে জানিয়েছে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম)। এই অঞ্চলে কোম্পানির কাস্টমার আউটরিচ প্রোগ্রাম আরও বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, যাতে টিকেএম-এর বিশ্বখ্যাত প্রোডাক্টসমূহ ও পরিষেবা আরও বেশিসংখ্যক গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। কাস্টমার-ফার্স্ট নীতির ভিত্তিতে টিকেএম প্রি-সেলস থেকে আফটার-সেলস অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য নানারকম পদক্ষেপ নিচ্ছে। গ্রাহকরা যাতে সহজে টিকেএম-এর প্রোডাক্টগুলি পেতে পারেন সেজন্য গত অক্টোবরে আসামের গুয়াহাটিতে দেশের প্রথম রিজিয়োনাল স্টকইয়ার্ড চালু করেছে টিকেএম। এরফলে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক যেমন উন্নত হয়েছে তেমনই উত্তরপূর্বাঞ্চলের সুদূরতম স্থানেও ডেলিভারি প্রদানের জন্য দুইদিনের বেশি সময় লাগছে না।

সড়কপথের সমস্যার কারণে মণিপুরের ক্ষেত্রে আগে টিকেএম নতুন ভেহিকেল ডেলিভারি দিতে পারতো আসামের খটখটি পর্যন্ত। সেখান থেকে গাড়িগুলি একটি একটি করে ইম্ফলে নিয়ে যেতে হতো। বর্তমানে টিকেএম রোড ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে একটি পাইলট প্রোজেক্টের মাধ্যমে দ্রুত মণিপুরে নতুন ভেহিকেল পৌঁছে দিতে পারছে সরাসরি ইম্ফলে টিকেএম-এর ডিলার পার্টনার 'পুনিয়া টয়োটা'র কাছে।

ভিআই-এর কোভিড-১৯ স্পেশাল রিলিফ অফার

শিলিগুড়ি, মে ২০২১: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভিআই তাদের ৬০ মিলিয়ন স্বল্প আয় বিশিষ্ট গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো এক স্পেশাল কোভিড-৯ রিলিফ অফার। এর উদ্দেশ্য, অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন গ্রাহকরা যেন সবসময়ে 'কানেক্টেড' থাকতে পারেন।

বর্তমান পরিস্থিতির কারণে স্পেশাল রিলিফ অফার হিসেবে ভিআই ৪৯ টাকার প্যাক বিনামূল্যে দেবে তাদের ৬০ মিলিয়নেরও বেশি স্বল্প আয় বিশিষ্ট গ্রাহকদের। ২৮ দিনের মেয়াদসম্পন্ন এই প্যাকে থাকবে ৩৮ টাকার টকটাইম ও ১০০ এমবি ডেটা। এই কঠিন সময়ে এই অফারের দ্বারা গ্রাহকরা নিরাপদে 'কানেক্টেড' থাকতে ও সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা করে ভিআই। এছাড়াও, এই এককালীন অফারের সঙ্গে ভিআইএল সর্বমোট প্রায় ২,৯৪০ মিলিয়ন টাকার বিশেষ সুবিধা দেবে দেশের স্বল্প আয় বিশিষ্ট গ্রাহকদের জন্য। সেইসঙ্গে, ভিআই লঞ্চ্ করেছে এক নতুন কম্বো ভাউচার আরসি৭৯, যাতে প্রচুর সুবিধা যোগ করা হয়েছে। এই স্পেশাল রিচার্জের সঙ্গে থাকছে লিমিটেড টাইম পিরিয়ডের জন্য ২৮ দিনের মেয়াদ সম্পন্ন ১২৮ (৬৪+৬৪) টাকার ডাবল টকটাইম ও ২০০ এমবি ডেটা।

হিন্দুজা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

HINDUJA FOUNDATION

মুম্বই, মে ২০২১: হিন্দুজা ফাউন্ডেশন মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করল। তাদের সহযোগী চোপরা ফাউন্ডেশন, জন ডব্লিউ ব্রিক মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশন ও সিজি ক্রিয়েটিভস। সম্মিলিতভাবে সংস্থাগুলি 'নেভার অ্যালোন গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ (ভার্চুয়াল) সামিট' চলাকালীন 'স্পটলাইট ইন্ডিয়া' শীর্ষক তিন ঘন্টার সেগমেন্ট কো-স্পনসর করবে। এই সেগমেন্টে সত্য হিন্দুজা'র 'অ্যালকেমিক সোনিক এনভায়রনমেন্ট' পরিবেশন করবে একটি 'মাল্টিসেন্সরি' গভীর শ্রুতির অভিজ্ঞতা, যা জাগিয়ে তুলবে রিফ্লেকশন, রিসেপ্টিভিটি ও এক্সচেঞ্জের মানসিকতা। বিশেষ বক্তাদের মধ্যে থাকবেন সদগুরু ও অভয় দেওল। ২১ মে ভার্চুয়াল সামিট'টি 'লাইভ' প্রচারিত হবে ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য মিডিয়া পাটফর্মে। সামিটে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ে সহায়তা পাবেন এখান থেকে: https://neveralonesummit.live/ । সামিটে মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার বিভিন্ন পন্থা ও কৌশল জানাবেন খ্যাতনামা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, ওয়েলনেস এক্সপার্ট, ব্রেন সায়েন্টিস্ট, আর্টিস্ট ও মিউজিসিয়ানগণ।

১২০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করল মোগলিক্স

গুয়াহাটি, মে ২০২১: প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল বি-টু-বি কমার্স প্লাটফর্মে উন্নীত হয়ে মোগলিক্স এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন স্পর্শ করে ইউনিকর্নে পরিণত হল। সাম্প্রতিক ১২০ মিলিয়ন ডলার সিরিজ ই ফান্ডিং রাউন্ডে এই কোম্পানির মূল্যমান বর্তমানে ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই রাউন্ডের ফান্ডিংয়ে কোম্পানির বর্তমান ইনভেস্টরসমূহ, যেমন টাইগার গ্লোবাল, সিকোইয়া ক্যাপিটাল ইন্ডিয়া ও ভেঞ্চার হাইওয়ে-কে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

মোগলিক্স হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এমআরও প্রোকিয়োরমেন্ট স্পেসে ভারতের বৃহত্তম ও অতিদ্রুত বৃদ্ধিশীল বি-টু-বি কমার্স প্লাটফর্ম। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে এই কোম্পানি একটি অপারেটিং সিস্টেম গড়ে তুলছে, যা গ্রাহকদের দিচ্ছে এক 'ফুল স্ট্যাক সার্ভিস' যার আওতায় রয়েছে প্রোকিয়োরমেন্ট, প্যাকেজিং, সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং ও হাইলি ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার।

২০১৫ সালে স্থাপিত মোগলিক্স ভারত, সিঙ্গাপুর, ইউকে ও ইউএই-তে ৫০০,০০০-এর অধিক এসএমই

moglix

ও ৩,০০০ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টে সলিউশন জোগান দেয়। মোগলিক্স প্লাটফর্ম থেকে অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং মেজর ও পিএসইউ অপ্রত্যক্ষভাবে মেটেরিয়াল সংগ্রহ করে থাকে। মোগলিক্সের সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কে রয়েছে ১৬,০০০-এর অধিক সাপ্লায়ার, ৩৫টির অধিক ওয়্যারহাউস ও লজিসটিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। মোগলিক্সের মার্কেটপ্লেস (www.moglix.com) হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডস ক্যাটাগরিতে ভারতের বৃহত্তম ই-কমার্স প্লাটফর্ম। কনট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট ও বি-টু-বি কমার্সের ক্ষেত্রে মোগলিক্সের রয়েছে একগুচ্ছ পুরস্কার-জয়ী সফটওয়্যার প্রোডাক্টস। গ্লোবাল এফএমসিজি জায়ান্ট ইউনিলিভার ৭০টির বেশি দেশে এই প্লাটফর্মের প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের মেটেরিয়াল ব্যবহার করে থাকে। ফান্ডিংয়ের সাম্প্রতিক রাউন্ড মোগলিক্সের সর্বমোট সংগৃহিত তহবিলের পরিমাণ ২২০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দিয়েছে।

কৃষকদের জন্য এম-প্রোটেক্ট কোভিড প্ল্যান

গুয়াহাটি, মে ২০২১: কৃষকদের সুবিধার্থে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা'র ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর নিয়ে এলো 'এম-প্রোটেক্ট কোভিড প্ল্যান'। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগের ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। মাহিন্দ্রা'র এম-প্রোটেক্ট কোভিড প্ল্যানের উদ্দেশ্য হল নতুন মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ক্রেতা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।

এম-প্রোটেক্ট কোভিড প্ল্যানের আওতায় মাহিন্দ্রা গ্রাহকদের দেবে (১) এক লক্ষ টাকার কোভিড মেডিক্লেম পলিসি, (২) কোভিড-১৯ চিকিৎসার ব্যয় বহনের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভড লোনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও (৩) প্রাণহানির ক্ষেত্রে মাহিন্দ্রা লোন সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় গ্রাহকদের লোনের ইন্স্যুরেন্স। এম-প্রোটেক্ট কোভিড প্ল্যান পাওয়া যাবে ২০২১-এর মে মাসে ক্রয় করা মাহিন্দ্রার সকল রেঞ্জের ট্রাক্টরের ওপরে।

প্রসঙ্গত, তিন দশক ধরে মাহিন্দ্রা ভারতের ১ নম্বর ট্রাক্টর ব্র্যান্ড এবং সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম ট্রাক্টর নির্মাতা। ৫০টিরও বেশি দেশে উপস্থিত মাহিন্দ্রা তাদের মান এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে তার ফলে ডেমিং অ্যাওয়ার্ড ও জাপানিজ কোয়ালিটি মেডাল জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

২৫ লক্ষ কোভিড কেয়ার কিট দিচ্ছে ধানি অ্যাপ

শিলিগুড়ি, মে ২০২১: দেশের ৫০ লক্ষ মানুষের উপকারের জন্য ৯০ কোটি টাকা মূল্যের ২৫ লক্ষ কোভিড কেয়ার

dhani

হেলথ কিট বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করেছে ধানি অ্যাপ। এছাড়াও, যেকোনও সময়ে ফ্রি কনসাল্টেশনের জন্য ধানির চিকিৎসকদলের সঙ্গে ভিডিয়ো কলিং ব্যবস্থায় পরামর্শ নেওয়া যাবে ধানি অ্যাপের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত ধানি অ্যাপ হল ইন্ডিয়াবুলসের হেলথকেয়ার বিজনেস সংক্রান্ত ডিজিটাল অ্যাপ।

প্রত্যেক কোভিড কেয়ার হেলথ কিটে থাকবে ২ জনের জন্য প্রিভেন্টিভ মেডিসিন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সুপারিশকৃত সামগ্রী-সহ এই কিট কোভিড-১৯'এর প্রাথমিক প্রতিরোধক হিসেবে কাজে আসবে। কিটে থাকছে এক মাসের ঔষধ, যা ইমিউনিটি বৃদ্ধি করবে, যেমন ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি৩, জিংক ও প্যারাসিটামল (যদি জ্বর বা গাত্রদাহ থাকে)। বিনামূল্যে এই কিট পাওয়ার জন্য ধানি অ্যাপ খুলতে হবে অথবা 'ফার্মাসি-ডট-ধানি-ডট-কম' লগ-ইন করতে হবে। এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'ধানি আপকে সাথ'।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে বাড়াতে পারেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা-শিল্পা

সামজিক মাধ্যমে প্রায়শই ফিটনেস টিপস দিয়ে থাকেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা। যোগা থেকে খাদ্যাভ্যাস সবটাই থাকে তাঁর টিপসের মধ্যে। সম্প্রতি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কী পানীয় কার্যকরী হতে পারে, সেই ঘরোয়া টিপস ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করলেন শিল্পা। ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী শেয়ার করেন তাঁর ‘গোল্ডেন পোশন’ রেসিপি। এই রেসিপি তিনি তাঁর বাড়িতেও প্রতিদিন নিজে, স্বামী রাজ কুন্দ্রা এবং ছেলে বিহান কুন্দ্রাকে পাঁচ বছর থেকে খাওয়ান বলে জানান। রেসিপির ভিডিয়ো পোস্ট করে তার উপকারিতা এবং কীভাবে সেটাকে বানাতে হবে সেই সম্পর্কে জানান।

ক্যাপশনে তিনি লেখেন, করোনাভাইরাসের জন্য পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনেকটাই উদ্বেগের। তাই শরীর সুস্থ এবং হজম শক্তি ঠিক রাখতে প্রতিদিন ‘গোল্ডেন পোশন’ খাওয়া উচিত। এটা লেবু, কাঁচা হলুদ, আদা এবং মধুর সংমিশ্রণ গরম জলে।

দুই কাপ জলে কী ভাবে তৈরি করবেন ‘গোল্ডেন পোশন?

দুই কাপ গরম জলের সঙ্গে অর্ধেক লেবুর রস, বড় টেবিল চামচের অর্ধেক টাটকা আদার রস, বড় টেবিল চামচের এক চামচ কাঁচা হলুদ, দুই টেবিল চামচ মধু, স্বাদের জন্য নামমাত্র দারচিনি গুঁড়ো এবং এক চিমটে নুন নিন। পাত্রের মধ্যে গরম জল নিয়ে এগুলিকে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ মিশিয়ে নিন। এরপর পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের জন্য কোনও পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখুন। এবং সকাল সকাল খেয়ে নিন।

উপকারিতা-

মধু: মধুর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক মিষ্টি স্বাদ থাকে। হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।

লেবু: লেবুর মধ্যে ত্বকের সুরক্ষা দেবার গুণ আছে। আছে ভিটামিন সি। হজম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। লেবুতে অসংখ্য ঔষধি গুণ আছে।

আদা: আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভাণ্ডার এবং রক্ত জমাট বাঁধার গুণের জন্য আদা হৃদরোগ নিরাময় করার পাশাপাশি ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওজন কমায়।

হলুদ: ব্যকটেরিয়া প্রতিরোধ, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ফাংগাল বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ত্বকে চুলকানি, গাঁটে ব্যথা এবং বদহজমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

খাবারের পাতে রাখুন ভেজিটেবিল প্যানকেকে, বাড়বে ইমিউনিটি

গোটা দেশজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে করোনা ভাইরাস। মানুষ বনাম ভাইরাসের যুদ্ধে এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এই ভাইরাস। তবুও দেশের বহু মানুষ প্রতিটা দিন হার না মানার লড়াই করে চলেছে। আবার অনেকে রয়েছে যারা ইতিমধ্যে ভাইরাসের কাছে হার মেনে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েছে।

মহামারীর এই কঠিন সময়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকল মানুষের কাছে। প্রতিটা দিন অতিবাহিত করাটাই যেন এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমাদের সকলের মানসিক সুস্থ্যতার সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো রাখা খুব দরকার। তার কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং তা হলে সহজে শরীরে দানা বাঁধবে করোনা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটা ভালো ডায়েট মেনে চলা উচিত সকলকে। একটা সঠিক ডায়েট অনেক পরিমাণে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে থাকে। যেমন পনিরের স্যুপ হোক কিংবা মটরশুটির স্যালাড মহামারীর সময়ে এগুলি খুব উপকারী। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর তালিকায় আরও একটি মেনু আমারা যুক্ত করতে পারি। গাজর, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি ভেজিটেবিল প্যানকেক (ঠবমবঃধনষব ঢ়ধহপধশব), যা স্বাদের সঙ্গে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। এর পাশাপাশি এই প্যানকেক খাওয়ার জন্য একটি চাটনি পাতে রাখা যেতে পারে, যা থেকেও মিলতে পারে ইমিউনিটি। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই প্যানকেক তৈরি তে কী কী উপাদানের প্রয়োজন এবং কী ভাবে এটা তৈরি করতে হবে।

কীভাবে ফিট হয়ে উষ্ণতা বাড়াবেন

হিনা খান

স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন টেলিভিশন অভিনেত্রী হিনা খান। তাঁর সামাজিক মাধ্যমে নজর দিলে উঠে আসবে একাধিক উদাহরণ। জিমে হোক অথবা বাড়িতে এক্সারসাইজ, হিনা সবসময়ই ফিট!

কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি আপনি যখন ব্যায়াম করেন, তার যেমন স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে তেমনি এতে মেধারও উন্নতি হয়। কখনও কখনও, একটি ভালো দিন এবং সময় নষ্ট হওয়া দিনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দিনের মাত্র এক ঘণ্টা। আপনি কীভাবে কাজ করেন এবং কীভাবে বেঁচে থাকেন তার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এই এক ঘণ্টা। হিনার সামাজিক মাধ্যমে উঁকি দিলেই নজরে আসে- অভিনেত্রী জানান দেন, জিম অথবা যোগা কতটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে জরুরি।

সম্প্রতি হিনার ইনস্টাগ্রামে নজর দিলে দেখতে পাবেন, নীল রঙের প্রিন্টেড জিম পোশাকে যোগা করতে ব্যস্ত হিনা। দু'হাতের উপরে ভর দিয়ে দেহ শূন্যে ভাসিয়ে যোগা করছেন তিনি। দিচ্ছেন ফিটনেস সচেতনতার বার্তা। দেহের ভারসাম্যের সমতা বজায় রাখতে দেখা যাচ্ছে হিনাকে। এই ব্যায়ামের ফলে হাত এবং কাঁধের পেশির শক্তি বাড়ে। ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘যদি আমি পড়ে যাই? ওহ, কিন্তু ডার্লিং, যদি তুমি উড়তে পার

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন! সাবধান...

শুধুমাত্র করোনা থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি-ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন

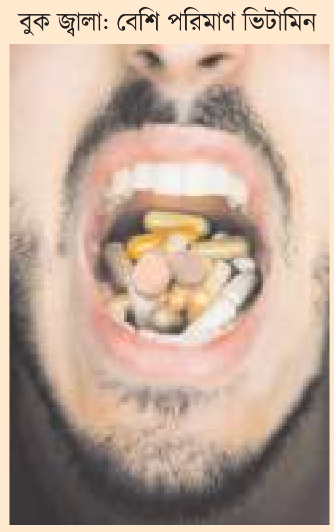

সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা । এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

গৃহবন্দী হয়ে সুখে থাকুন

এই মুহূর্তে আমরা সকলেই প্রায় বাড়িতে বন্দি। এই অবস্থায় অনেকের মনে নানারকম দুশ্চিন্তা ভর করছে। সেই কারণে বেশিরভাগ মানুষ মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছেন।

বাড়িতে বসেই কেউ কেউ আবার কাজ হারিয়ে অর্থকষ্টে ভুগছেন এবং আর্থিক চিন্তায় জেরবার। এর ফলে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমানভাবে।

তবে একবারও ভেবে দেখেছেন যে লক ডাউন শেষ হবার পরে ঠিক কী পরিস্থিতিতে থাকবো আমরা?

আস্তে আস্তে আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব। এর মানে আমাদেরকে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে।

কিন্তু বাড়িত থেকে এমন সমস্যায় ভুগলে সুস্থ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে ব্যক্তিগতভাবে লেগে যাবে আরো অনেকটা সময়।

১. এই সময় নিজের ভালোবাসাগুলির জন্য সময় বের করুন। বই পড়তে ভালবাসলে পুরনো বই ঘেঁটে বের করুন অথবা আজকাল অনলাইনে অনেক বই পড়তে পারেন।

২. এই সময়ে মায়ের সাথে বাড়িতে থাকলে কাজ ভাগ করে নিন। তারাও একই রকম সমস্যা আর মানসিক চাপে রয়েছেন যেমনটা আপনি রয়েছেন।

তাই কাজ ভাগ করে নিলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে এবং নিজেদের জন্য আপনারা সময় খুঁজে পাবেন।

৩. অন্যান্য সময় আমরা কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারি না।

তবে এই সময়টাই সেই সময় যখন আপনার পরিবারকে অফুরন্ত সময় দিতে পারবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ থাকবে না।

এমন অনেক না বলা কথা ওই সময় আপনি বলতে পারেন যেগুলো কাজের চাপে বলা হয়ে ওঠে না সঙ্গীকে।

৪. সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করুন। এতে শরীর মন একেবারে তরতাজা থাকবে।

সকালে উঠে এক কাপ গ্রিন টি পান করতে পারেন। আমাদের শরীরকে সব দিক থেকে রোগ মুক্ত রাখে এই একটি পানীয়।

৫. সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কারণ দীর্ঘ সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে থাকলেই আসক্তি জন্মায়।

করোনায় মাতৃবিয়োগ অরিজিৎ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাতৃহীন অরিজিৎ সিং। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জনপ্রিয় গায়কের মা অদিতি সিং । ছিলেন ভেন্টিলেশনে। সঙ্গে একমো সাপোর্ট। একে একে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয় তার। চলছিল কিডনি ডায়ালাইসিসও। ভর্তি ছিলেন ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। করোনায় আক্রান্ত হন অদিতি। মাকে চিকিৎসার জন্য জিয়াগঞ্জ থেকে প্রথমে বহরমপুর মাতৃসদন ও পরে কলকাতায় নিয়ে আসেন অরিজিৎ। একমো ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। তার মাঝেই হয় ব্রেন স্ট্রোক । সেখান থেকেই শরীরের অবনতি।

প্রয়োজন হয় রক্তের। এ নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন ছিল। বিরল ব্লাড গ্রুপ হওয়ায় তা পাওয়া ছিল চ্যালেঞ্জ। এগিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন। রক্ত দেওয়ার পর অবস্থার একটু উন্নতিও হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন অরিজিত ও তাঁর স্ত্রী কোয়েল। এরপরই একের পর এক সমস্যা দেখা যেতে থাকে তার শরীরে। অবশেষে মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর । মাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অরিজিত ও বোন অমৃতা।

করোনা মোকাবিলায় এবার 'ফ্লোরে' নামলেন হিরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এতদিন কোথায় ছিলেন? নাটোরের বনলতা সেন নয়, এই প্রশ্ন উঠছে খড়্গপুর সদরের বিধায়ককে কেন্দ্র করে। করোনার এই ভরা জোয়ারে আসলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছিল না। তবে এবার করোনা মোকাবিলায় কোমর বেঁধে রেলশহরে নেমে পড়লেন খড়্গপুরে বিজেপির বিধায়ক তথা টলি-হিরো হিরণ ওরফে হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। হিরণ বিধায়ক হেল্পলাইন চালু করলেন। তৈরি হল 'কুইক রেসপন্স টিম'ও। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য থাকবে অক্সিজেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। গরিব ও মেধাবীদের বিনামূল্যে চিকিত্সা পরিষেবা দেবে বিধায়কের এই কুইক রেসপন্স টিম।

রাজনীতি বা ধর্ম না দেখে এই করোনা-অতিমারীতে সকলকে একজোট হয়ে লড়ার আহ্বানও জানান খড়্গপুর সদরের বিধায়ক।

নিজের অফিসকে আইসোলেশন সেন্টারে রূপান্তরিত করলেন দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কাঁপাচ্ছে গোটা দেশ। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। জারি মৃত্যু মিছিলও। ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের বেড নেই, অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না, সময়মত মিলছেনা ওষুধও। প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় কাঁদছেন কত না মানুষ। এরইমধ্যে যে যার মত করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশিষ্টরাও। সাধ্যমত তথ্য মেলে ধরেছেন নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে। বিশিষ্টদের সাহায্যের তালিকায় উল্লেখযোগ্য এক নাম দেব। হাসপাতালের বেড পাইয়ে দেওয়া হোক বা লকডাউনে ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো, সবেতেই এগিয়ে এসেছেন তিনি। করোনা আক্রান্তদের জন্য খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন নিজের রেস্তোরাঁ থেকেই। তাঁর কেন্দ্র ঘাটালে কমিউনিটি কিচেনও চালু করেছেন দেব। লকডাউনে যাদের কাজ নেই তাদের কথা ভেবে দেবের এই প্রয়াস। এবার তাঁর অফিসকে রূপান্তরিত করলেন আইসোলেশন সেন্টারে।

অমিতাভের উদ্যোগে জুহুতে গড়ে উঠল কোভিড কেয়ার সেন্টার, মিলবে অক্সিজেনও

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা আবহে ত্রস্ত গোটা দেশ। তারকারা নিজেদের সাধ্য অনুয়ায়ী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বলিউডের বিগ বি এর মধ্যে অন্যতম এক নাম। এক নেটিজেনের প্রশ্নের উত্তরে কয়েকদিন আগেই বিগ বি জানান এই পর্যন্ত কোভিড রিলিভ ফান্ডে তিনি ১৫কোটি টাকা দান করেছেন। এবার করোনা মোকাবিলায় সেন্টার তৈরির কাজে হাত লাগালেন। বলিউডের সম্রাট অমিতাভ বচ্চনের সহায়তায় মুম্বইয়ের জুহুতে ২৫ টি বেডের একটি কোভিড কেয়ার সেন্টার শুরু হল। নিজের ব্লগে এই খবর শাহেনশা নিজেই জানান তার ভক্তদের।

বিগ বি নিজে জুহুর বাসিন্দা। সেই অঞ্চলেই গড়ে উঠল এই সেন্টার।

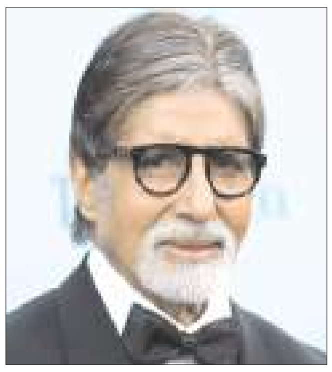

অক্সিজেন থেকে শুরু করে করোনা রোগীদের প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামের ব্যবস্থা রয়েছে। বিগ বি তার ব্লগেও এটির উল্লেখ করেছেন। করোনার তৃতীয় স্ট্রেনকে মাথায় রেখে ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সেন্টারে। অক্সিজেনের ২০ লিটারের সিলিন্ডার ইনস্টল করা হয়েছে, আরও ২০ টি সিলিন্ডার আনার কথা ভাবা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে সেন্টারে। এছাড়া রোগীদের জন্য নিখরচায় খাবার ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনায় ১৫ দিন ঘরবনিদ থাকতে গিয়ে মানসিকভাবেও হাঁপিয়ে উঠছেন সকলে। তাঁদের আনন্দ দেওয়ার জন্য সেন্টারে রাখা হচ্ছে টেলিভিশন, মিউজিক সিস্টেম, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড, এবং ইনডোর গেমগুমসের ব্যবস্থা। কোভিড কেয়ার সেন্টারের জন্য বিএমসি এবং ফায়ার ব্রিগেডের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও নিয়েছেন তাঁরা। অমিতাভের এই প্রচেষ্টায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনুরাগীরা।

সচেতন করার জন্য রাজ বিতরণ করলেন মাস্ক ও স্যানিটাইজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দিন দিন চিন্তা বাড়াচ্ছে। কিছুতেই সংক্রমণ আটকানো যাচ্ছে না। লাগাম টানা যাচ্ছে না মৃত্যুতেও। রাজ্যে প্রতিদিন একদিকে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ, অন্যদিকে মৃত্যু হচ্ছে প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি। সবমিলিয়ে চিন্তায় দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। এদিকে বিশিষ্টরা সকলেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের মত করে সাবধান করছেন সকলকে। সাধ্য়মত সাহায্য করে পাশে থাকছেন সাধারণ মানুষের। বারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নব নির্বাচিত বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীও নেমে পড়েছেন মাঠে। কঠিন পরিস্থিতিতে টিটাগড় ও ব্যারাকপুরের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

মানুষকে সচেতন করতে তিনি বিতরণ করছেন মাস্ক ও স্যানিটাইজার। নিজে হাতে সকলকে পরিয়ে দিচ্ছেন মাস্ক, যাতে কোনওভাবেই নাক বা মুখের কোনও অংশ খোলা না থাকে। ভোটের সময় নিন্দুকেরা বলেছিলেন যে অসময়ে তারকাদের পাশে পাওয়া যায় না। ভোটে জিতে গেলে আর তারকার দেখা মেলে না। সে সব কথায় জল ঢেলে উন্নয়নের কাজে নেমেছেন রাজ। রাজ চক্রবর্তী এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাবার বিতরণ করছেন ওই অঞ্চলে। বিধায়কয়ের নির্দেশনায় প্রায় দু হাজার মানুষকে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি নিজে খাবার তুলে দিচ্ছেন সকলের হাতে। এই অসময়ে মানুষের পাশে থেকে তিনি আবারও প্রমান করলেন, ভোটের সময় তাঁর দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতিই মিথ্যে নয়, এমনটাই মত তাঁর অনুগামীদের। ভিডিওটি শেয়ার করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী।

'মোহমায়া' চ্যাপ্টার ২-ও স্ট্রিমিং শুরু হবে ২১ মে

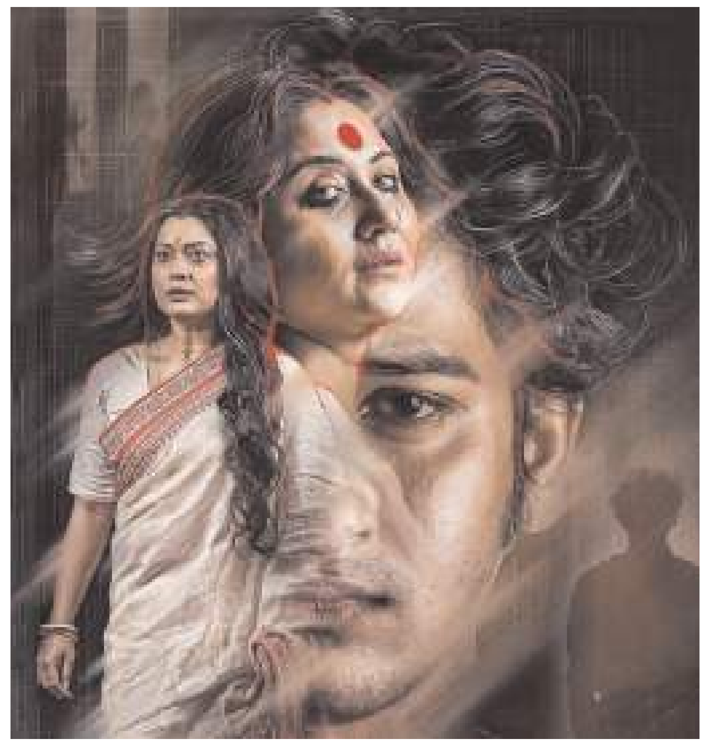

নিজস্ব প্রতিবেদন: হইচইয়ে আবারও আসছে 'মোহমায়া'। মুক্তি পেল চ্যাপ্টার ২ অর্থাৎ 'মোহমায়া'-র দ্বিতীয় ভাগের ট্রেলার। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে রহস্য। বহুদিন পর পর্দায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা অনন্যা চট্টোপাধ্যায় একেবারে অন্য মোড়কে ধরা দিলেন। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। 'মোহমায়া' প্রথম ভাগ দুই অভিনেত্রীর যুগলবন্দিতেই দর্শকের পছন্দের তালিকায় এসে গিয়েছে। ক্রাইম থ্রিলার এই সিরিজের দ্বিতীয় ভাগ আরও টানটান, আরও তীক্ষ্ণ। সাহানা দত্তর লেখা চিত্রনাট্য খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনেতারা। দুই জাত অভিনেতার মাঝে নবাগত বিপুল, তিনিও বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন দর্শকমহলে। 'মোহ-মায়া'-র প্রথম সিজন মুক্তির পর অনন্যা এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, 'তিনি বহুদিন পর অভিনয়ে ফিরছেন, চরিত্রটি সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। প্রচুর শেড রয়েছে, তিনি সম্পূর্ণভাবে তা উপভোগ করেছেন।' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে সুজন মুখোপাধ্যায়কেও। পাঁচটি এপিসোড হইচইয়ে মুক্তি পেয়েছে আগেই, 'টো-রিং', 'ভগবান কথা শোনে না', 'ঝুমঝুমি', 'মৃত জোনাকি' এবং 'অচিন পাখি' ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছেন দর্শক। সেই দর্শকের চাহিদাতেই এবার আসছে চ্যাপ্টার ২। ওয়েব সিরিজের ট্রেলার দেখার পর সকল দর্শকই স্ট্রিমিংয়ের অপেক্ষায়। অনন্যার একটি দৃশ্য 'পারমিতার একদিন' ছবির সোহিনীর চরিত্র মনে করাবে। স্বস্তিকা-নীলের জুটি মন ছুঁয়ে যাবে সকলের। করোনা আবহে বাড়িতে বেশিরভাগ মানুষ। তাই তাঁদের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখেই হইচইয়ের এই প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত মোহ- মায়ার পরিণতি কী হবে তা জানতে গেলে অপেক্ষা করতে হবে ২১ মে পর্যন্ত।

রাজনীতি ছেড়ে লাইট-ক্যামেরা অ্যাকশনে 'সর্বজয়া' দেবশ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনীতির ময়দান ছেড়ে বেরোনোর পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়। কানাঘুষো শোনাও যাচ্ছিল দীর্ঘ বিরতির পর ক্যামেরার সামনে ফিরছেন দেবশ্রী রায়। তেমনই হল। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরে ফিরলেন তিনি। টেলি দর্শকরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের প্রিয় নায়িকাকে ছোটপর্দায় দেখার জন্য। এবার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জি বাংলায় মুক্তি পেল ধারাবাহিক 'সর্বজয়া'র প্রোমো।

বিশেষ শিশুদের টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন ঋতুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা মোকাবিলায় দু'সপ্তাহের জন্য কার্যত লকডাউন ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাঁপছে দেশ। রাজ্যের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। হাসপাতালে ভিড়, বেড নেই, প্রিয়জনকে হারানোর জন্য মন খারাপের পরিবেশ,সব মিলিয়ে এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। নিজেদের মত করে পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন তারকারা। সুদূর সিঙ্গাপুরে বসে এবার বিশেষ শিশুদের টিকার ব্যবস্থা করলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এর আগে 'প্রয়াস' নামক সংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ শিশুদের উৎসাহ দিতে তিনি হাজির হয়েছেন

বেশ কয়েকবার। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের তরফ থেকে অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন- 'আমি অনেকদিন ধরেই 'প্রয়াস' সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। নৃত্যশিল্পী অভিরূপকে সঙ্গে নিয়ে তাই মন হল এটা সবার আগে করা দরকার। কারণ করোনায় আক্রান্ত হলে বিশেষ শিশুদের অনেক বেশি কষ্ট হয়, তাই এই ভাবনা। এই শিশুরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, তাই এই পরিস্থিতিতে ওদের আগলে রাখা প্রয়োজন। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতাল এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।' 'মানসিকভাবে ভাল নেই কেউ। দিনের পর দিন মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হচ্ছে না, কাছের মানুষদের হারিয়ে ফেলছেন অনেকে। আমার মাও একা রয়েছেন কলকাতায়। বাড়িতে কেউ আসছে না অনেক দিন, কারোর সঙ্গে দেখা নেই, শরীরও ভাল না, তাই তাঁর মায়ের জন্য চিন্তায় আছি। কিন্তু আমাদের আশা রাখতে হবে, হেরে গেলে চলবে না। আমি ছেলে মেয়েকে নিয়ে স্বামীর কাছে সিঙ্গাপুরে রয়েছি। তাই মাকে মিস করছি,' জি ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে শেয়ার করেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

বাতিল হচ্ছে না মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক! শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা ব্রাত্যর

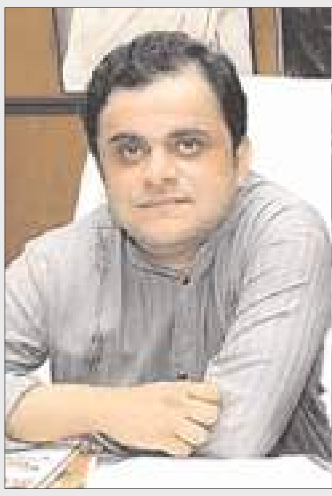

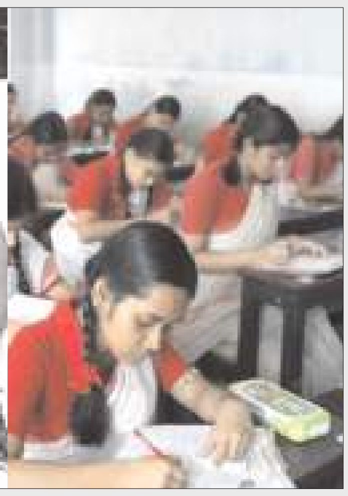

কলকাতা: করোনার প্রবল আক্রমণের মুখে নির্ধারিত সূচি মেনে সম্ভব নয় রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে এ বছরের মতো কি বাতিল রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা? এই নিয়ে যখন সন্দিহান রাজ্যের শিক্ষামহল, তখন নতুন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়ে দিলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে না। বরং করোনা নিয়ন্ত্রণে এলেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের দিন ঘোষণা করা হবে। প্রসঙ্গত, প্রথমে মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার পর পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত দিয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও (West Bengal Board of Higher Secondary Education)। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহুয়া দাস জানিয়েছিলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছোলে উচ্চ মাধ্যমিকও পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। সংসদ অপেক্ষা করছে সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ব্রাত্য বসু। আর এদিনই তিনি বলেন, 'আমরা আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী কতগুলি আপৎকালীন ব্যবস্থা নিয়েছেন। রাজ্যে সংক্রমণের হার ধীরেধীরে হলেও কমছে। এই সংক্রমণের হার আগামিদিনে আরও কমবে বলেই আমরা আশা করছি। আশাবাদ ছাড়া আমাদের কাছে জোরদার কিছু নেই। তবে আশাবাদের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। বাস্তব ভিত্তি হল যে সংক্রমণ কমছে।'

এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশেও ব্রাত্য বলেন, 'সংক্রমণ কমলে পরীক্ষা - এটা হেডলাইন নয়, হেডলাইন হবে - পরীক্ষা হবে সংক্রমণ কমলেই। পরীক্ষাটাই হবে, সংক্রমণ কমলে।'

আগামী ১ জুন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা করা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। কার্যত লকডাউনে চলে গিয়েছে রাজ্য। বন্ধ লোকাল ট্রেন। ব্যাপক হারে বাড়ছে সংক্রমণ। তাই এই পরিস্থিতিতে যে পরীক্ষা হবে না, তা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, পরীক্ষা কি বাতিল হয়ে যাবে? কিন্তু সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য সুখবর! অনলাইনেই এ বার GATE-র কোচিং ক্লাস

নয়াদিল্লিঃ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (NIT)-র মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির টেকনিকাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (TEQIP) ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্যান-ইন্ডিয়া ফ্রি অনলাইন গ্রাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট শুরু করেছে। যাকে এককথায় বলা হয় GATE। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৬ এপ্রিল একটি YouTube চ্যানেলের মাধ্যমে ফ্রি কোচিং শুরু করা হয়েছে। এই চ্যানেলের লেকচারাররা সকলেই M. Tech/ M.S/Ph.D করেছেন IISC/IITs/NITs থেকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লেকচারাররা ৩ বছর ধরে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষকতা করছেন।

কোভিড ১৯ অতিমারীর মধ্যে GATE পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার নাম রাখা হয়েছে "Let's crack the GATE"। ৪৫ দিনের এই ক্রাশ কোর্স ২৪ মে থেকে শুরু করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বাছাই করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টিরা পরীক্ষার্থীদের শেখাবেন কী ভাবে GATE এবং অন্যান্য কমপিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এর পাশাপাশি ফ্যাকাল্টিরা সিলেবাস, প্যাটার্ন, পরীক্ষার আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষার পূর্বের অভিজ্ঞতা এবং কৌশলগুলিও আলোচনা করা হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেন।

ফ্যাকাল্টিদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক (Education Ministry) প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাতে তাঁরা পিছিয়ে পড়া গরীব শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষার মান বাড়িয়ে তুলতে পারেন। TEQIP-র শিক্ষকরা সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছেন। একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাতেও এঁরা পড়াতে পারবেন। ফ্যাকাল্টিদের বিশ্বাস, যে সকল শিক্ষার্থীরা বেশি টাকা দিয়ে কোচিং ক্লাসে ভর্তি হতে পারেন না, তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ কাজে আসবে, কারণ বিনামূল্যে তাঁরা কোচিং করতে পারবেন। এবং এখানে উচ্চমানের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের হবে।

প্রকাশ পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ও বিএসসি-র অড সেমিস্টারের ফলাফল

কলকাতা: বিএ ও বিএসসি অড সেমিস্টাসরের ফলাফল প্রকাশ করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (Univesity of Calcutta)। ১২ ডিজিট এর রোল নম্বরের মাধ্যমে বিএ ও বিএসসি অড সেমিস্টার (Semester- I/III/V) ফলাফল জানতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। রোল নম্বর দিয়ে www.exametc.com- এই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে রেজাল্ট। তবে যে পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট নয় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়ার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পুনরায় তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ণের আবেদন করতে পারবে। রেজাল্ট বেরোনোর ১৫ দিনের মধ্যে এই আবেদন করতে হবে। একটি বিষয়ের উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়ণ করাতে পরীক্ষার্থীকে ৫০০ টাকা দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থী সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষারও আবেদন করতে পারবে অনলাইনে।

কীভাবে দেখতে হবে পরীক্ষার ফলাফল?

১) www.exametc.com -এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে প্রথমে।

২) Calcutta University Result- এই লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

৩) এবার হাইফেন বাদ দিয়ে ১২ ডিজিটের রোল নম্বর সঠিক জায়গায় দিতে হবে।

৪) এবার সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫) এবারেই স্ক্রিনে চলে আসবে মার্কশিট। সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে রেজাল্ট।

রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

উত্তর-পূর্বের অগ্রণী বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা

With effect from 1st April 2021

☎ : 0353-2431015, : 9593200246
e-mail : contact@purbottar.in, www.purbottar.in

PURBOTTAR

Since 1996

Bengali fortnightly from Cooch Behar

MECHANICAL DATA:

Print area	: 34 CM X 245 CM
Width of columns	: 4 CM
Length of the columns	: 34 CM
Columns per page	: 6
Space between columns	: 0.2 CM
Printing process	: OFFSET
Number of pages	: 8

Advertisement materials are required in digital format & file in- .pdf/.tif format.

ADVERTISEMENT RATE

B/W Display/Tender	: 65.00 per sqcm.
Colour Display/Tender	: 85.00 per sqcm.
Classified Display	: 24.00 per sqcm.
Classified	: Rs. 5 per Words
Ear Panel in Colour	: 250.00 per insertions (4cm x 4cm)
Annual Advertisements	: B/W 25.00 & Colour 30.00 per sqcm.
Premium	: 50% Extra for Front Pages

Minimum Size of Advertisements:-

Front page Advertisements	: 80 sqcm.
Other pages	: 20 sqcm.

ABOUT US:

Purbottar is a popular Bengali Forthnightly published from Cooch Behar, Since 1996 with following details:

Formate	: Tabloid
Registration Number	: 71057/96
Language	: Bengali
Place of Publication	: Dawaguri, Kolerpar, Cooch Behar
Publishing Day	: Every Alternate Friday
Circulation	: 15239 copies per issue
Editor, Publisher & Printer	: Sandipan Pandit
Price of Regular Issue	: Rs. 3.00

CONTACTS:

BUSINESS OFFICE:
16, Bidhan Road, 1st Floor, Opp. Gostho Paul Statue
Siliguri-734001, West Bengal, Tele-Fax: 0353-2431015

Registered Office & Published From:
P.O.+Vill: Dawaguri, Kolerpar, Cooch Behar-736156
West Bengal, Mobile: 9593200246

Editorial Office:
5, Tribitta Sarani, P.O.+Dist.: Cooch Behar
West Bengal-736156, Mobile: 9434803210

দিল্লির স্টেডিয়ামে বাড়তি লোক

নিউজ ডেস্ক: যেমন জানা যাচ্ছে, গত ২ মে দিল্লিতে যে ম্যাচ হয়েছিল, তার জন্য দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ) অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে সেদিন ৪০ জন কর্মীকে রেখেছিল। মোট ৪০ জনের নামই নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মোট ৪২ জন সেদিন স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। এই বাড়তি ২ জন কী ভাবে ঢুকলেন□ কে, কী ভাবে তাঁদের ঢুকতে দিল□ এই প্রশ্নগুলো এখন উঠছে।

কাকতালীয় হলেও জুয়াড়ি সন্দেহে দিল্লি পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফলে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে সন্দেহ তো রয়েইছে, এ বার একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে এই দুজনের থেকেই আইপিএল-এ করোনা থাবা বসালো কিনা, যার জেরে গোটা প্রতিযোগিতাই বাতিল হয়ে গেল।

করোনায় আক্রান্ত হলেন মিলখা সিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনায় আক্রান্ত হলেন এশিয়াডে দু'বারের সোনাজয়ী মিলখা সিংহ। বুধবার বিকেলে তাঁর করোনা রিপোর্ট পসিটিভে। বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ্যে আসে। মিলখা নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। চণ্ডীগড়ে নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। তবে কোভিড হলেও মোটেও ভয় পাচ্ছেন না এশিয়ান গেমসে দু'বারের পদকজয়ী মিলখা। বরং তাঁর গলায় একই রকম তেজ।

৯১ বছর বয়স হলেও এখনও কোভিডের টিকা নেননি মিলখা। তবে ঠিক করেছেন, কোভিড থেকে সেরে উঠলেই নেবেন। বলেছেন, "টিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আগে বুঝিনি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে টিকা নেওয়া জরুরি। প্রত্যেককে অনুরোধ, আপনারাও যত শীঘ্র সম্ভব টিকা নিন। গোটা দেশের ভালবাসা এবং আশীর্বাদে খুব দ্রুতই আমি ঠিক হয়ে যাব।

হাসপাতালেই টিকা নিয়েছেন কুলদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও অতিথিশালায় নয়, হাসপাতালেই টিকা নিয়েছেন কুলদীপ যাদব। এমনটাই জানাচ্ছেন কানপুরের নগরপাল। ১৫ মে টিকা নেন ভারতীয় দলের এই স্পিনার। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে নিয়ম ভঙ্গের। অভিযোগ ওঠে হাসপাতালে নয়, কুলদীপ টিকা নিয়েছেন কানপুর নগর নিগমের অতিথিশালায়। কানপুরের নগরপাল হিমাংশু গুপ্ত। তিনি জানান কুলদীপ টিকা নিয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ১৬ মে কুলদীপ নিজের পোস্টেও লেখেন যে ছবিটা একটি টিকাকেন্দ্রের। তদন্তের পর রিপোর্ট জমা দিয়েছেন হিমাংশু এবং জানিয়েছেন যে গোবিন্দনগরের জগেশ্বর হাসপাতালেই টিকা নিয়েছেন কুলদীপ। জানা গিয়েছে, কুলদীপের সঙ্গে কোনও কথা না বলেই তাঁকে নির্দোষ বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

টিকা নেওয়ার পর নিজেই ছবি পোস্ট করেছিলেন কুলদীপ। টুইট করে লিখেছিলেন, 'সুযোগ পেলে এখনই টিকা নিন। সুস্থ থাকুন। কারণ আমাদের একসঙ্গে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে'। সেই ছবিতে কোনও হাসপাতাল দেখা যাচ্ছিল না। সবুজ ঘাসের ওপর চেয়ারে বসে টিকা নিচ্ছিলেন তিনি। জানা যায় কুলদীপের টিকা নেওয়ার কথা ছিল গোবিন্দনগরের জগেশ্বর হাসপাতালে। কিন্তু তিনি নিয়ম ভেঙে নাকি টিকা নিয়েছিলেন একটি অতিথিশালায়।

আবারও গ্রেগ চ্যাপেলের আক্রমণের মুখে সৌরভ

নিউজ ডেস্ক: বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। দেশজ ক্রিকেটের মূলস্রোতেও তিনি আর নেই। কিন্তু বলে না, বয়স বাড়লেও মানুষের স্বভাব পালটায় না। নইলে বাহাত্তর বছরের 'গুরু গ্রেগ' ফের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাউন্ড টু' শুরু করে দেবেন কেন□ তাও আচমকা□ সেই বিতর্কিত কথাবার্তা। সেই একই ভাবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে আক্রমণ। পুরনো ঘা নতুন করে খুঁচিয়ে!

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে গ্রেগ চ্যাপেল জমানা আজও একটা দগদগে ঘা। গ্রেগ আচমকা সেটাকে এ দিন আবার নতুন করে খুঁচিয়ে দিলেন। এক পডকাস্ট শোয়ে বলে দিলেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্যই তাঁর ভারতীয় কোচের চাকরি হয়েছিল। কিন্তু বাদ পড়ে সৌরভ টিমে ফেরার পর গ্রেগের বিরুদ্ধে দলে যে প্রতিরোধ হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে আর থাকতে চাননি গ্রেগ। ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। "গাঙ্গুলিই আমাকে ভারতীয় টিমের কোচ হতে বলে। ওর জন্যই কোচ হয়েছিলাম। ভারতীয় টিমকে কোচিং করানোর ওই দু'টো বছর প্রবল চ্যালেঞ্জিং ছিল। ক্যাপ্টেন সৌরভকে নিয়েও প্রচুর সমস্যা ছিল। ও ট্রেনিংয়ে পরিশ্রম করতে চাইত না। নিজের ক্রিকেটকে উন্নত করতে চাইত না। শুধু ক্যাপ্টেন হিসেবে টিমে থাকতে চাইত, যাতে সব কিছুকে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে," বলে দিয়েছেন গ্রেগ।

চ্যাপেলের বক্তব্য হল, তিনি কোচ হিসেবে টিমের সংস্কৃতি পালটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে ভারতীয় টিম সাফল্য পেতে শুরুও করেছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। "দ্রাবিড় সত্যিই চেয়েছিল, ভারতকে বিশ্বসেরা টিম করতে। কিন্তু টিমের সবাই সেটা চায়নি। উলটে তাঁরা চেয়েছিল, যে কোনও ভাবে টিমে থাকতে। কিছু সিনিয়র ক্রিকেটারও সেই দলে ছিল, কারণ তাদের সময় শেষ হয়ে আসছিল। সৌরভ বাদ পড়ার পর ওরা সতর্ক হয়ে যায়। ভাবতে শুরু করে সৌরভ বাদ পড়লে আমরাও বাদ পড়তে পারি। একটা বছর ভাল গিয়েছিল আমাদের। কিন্তু গাঙ্গুলি তার পর ফিরে এল টিমে। তার পর বাকিদের প্রতিরোধটাও বেড়ে গেল। ক্রিকেটারদের বার্তাটা খুব পরিষ্কার ছিল যে, ওরা বদল চায় না। ভারতীয় বোর্ড আমাকে নতুন চুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি আর ওই চাপ নিতে চাইনি," বলে দিয়েছেন গুরু গ্রেগ। এখন দেখার বেহালার বীরেন রায় রোডের বাসিন্দার থেকে কোনও পালটা আসে কি না□

অলিম্পিক্সের আগে ইংল্যান্ডে প্রস্তুতি নিতে চান সানিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডে গিয়ে অনুশীলন করতে চান সানিয়া মির্জা। সেখানেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অলিম্পিক্সের আগে নিজেকে তৈরি করতে চাইছেন তিনি। তবে একা নন, ইংল্যান্ডে তাঁর ২ বছরের ছেলেকেও নিয়ে যেতে চান সানিয়া। ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

৬ জুন থেকে শুরু নটিংহ্যাম ওপেন। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন সানিয়া। বার্মিংহ্যাম ওপেন শুরু ১৪ জুন। সেখানেও খেলবেন ভারতীয় টেনিস তারকা। তারপর ইস্টবর্ন ওপেন এবং উইম্বেলডনে খেলবেন তিনি। তবে সানিয়া ইংল্যান্ড যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেও এখনও তাঁর ছেলেকে ভিসা দেওয়া হয়নি। সানিয়া ক্রীড়ামন্ত্রকের 'টার্গেট অলিম্পিক্স পডিয়াম স্কিম'-এর অংশ। তাই ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন সানিয়া। তিনি জানিয়েছেন ২ বছরের শিশুকে ১ মাসের জন্য রেখে যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, "সানিয়ার থেকে কিছু দিন আগেই আমরা আবেদন পেয়েছি। একজন মায়ের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। বাড়িতে সন্তানকে রেখে গেলে নিশ্চিন্তে খেলতে পারবে না ও। আমি অনুমতি দিয়েছি। চিঠি পাঠানো হয়েছে ইংল্যান্ড সরকারের কাছে। আশা করি ওরা গুরুত্ব বুঝবে এবং সানিয়াকে ওর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে।"

সুশীল কুমারের তথ্য পেতে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

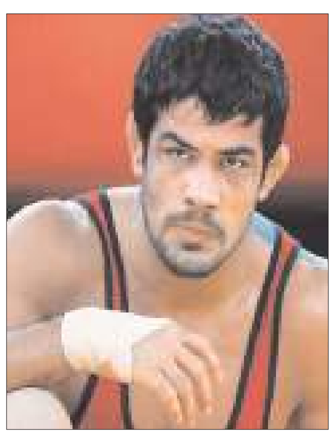

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়াম চত্বরে কুস্তিগির সাগর রানাকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সুশীল কুমারের হদিশ পেতে পুরস্কার ঘোষণা করল দিল্লি পুলিশ। তার সম্পর্কে তথ্য দিলে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। অপর ফেরার অভিযুক্ত অজয়ের তথ্য পেতে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। এর আগে রবিবারই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে দিল্লির একটি আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ৪ মে দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়াম চত্বরে ঝামেলায় মারপিটের জেরে মৃত্যু হয় বছর তেইশের কুস্তিগির সাগরের। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় দু'বারের অলিম্পিক পদক জয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমারের। প্রথমে সুশীল এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই সুশীলের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ফোনও বন্ধ। ঘটনার দিন স্টেডিয়ামের পার্কিং লটে সুশীল কুমার এবং তাঁর কয়েক জন সঙ্গীর সঙ্গে ঝামেলা হয় সাগর রানার। তিনিও প্রাক্তন জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। সাগরের সঙ্গীরা জানিয়েছেন, ঝামেলার পর তাঁকে শিক্ষা দিতে বাড়ি থেকে তুলে আনেন সুশীল কুমাররা। কারণ সবার সামনে সাগর নাকি সুশীল কুমারকে গালিগালাজ দিয়েছিল। পরে সাগরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সুশীল এবং আরও ৮ জন মিলে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ।

আফ্রিদি ২০০৯ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় দলের অন্দরমহলের অশান্তি নিয়ে এমনিতেই সরগরম পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আর সেই আগুনে এবার ঘি ঢালল প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার তথা অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদির একটি বক্তব্য। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ২০০৯ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলে তিনি। শেষপর্যন্ত এক সাধুর পরামর্শেই নাকি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। আর এখানেই শেষ নয়, এই সমস্ত কিছুর জন্য ভারতীয় টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার স্বামী তথা তাঁর একদা সতীর্থ শোয়েব মালিককে দায়ী করেছেন তিনি। আফ্রিদির অভিযোগ, শোয়েব যখন পাকিস্তানের অধিনায়ক হয়েছিলেন, সেই সময়ে নাকি দলের মধ্যে তীব্র রাজনীতি শুরু হয়েছিল। দলের পরিবেশও অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সাক্ষাৎকারে সানিয়া মির্জার স্বামী শোয়েবকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে আফ্রিদি বলেন, '২০০৯ সালে শোয়েব মালিক যখন দলের অধিনায়ক হলেন, তখন টিমের মধ্যে মারাত্মক রাজনীতি শুরু হয়েছিল। আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম, আর ক্রিকেট খেলব না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নেব।' কিন্তু এই সময়ে নাকি এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি তাঁকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এদিকে, এই সাক্ষাৎকারেই শোয়েব আখতার যে মহম্মদ আসিফকে ব্যাট দিয়ে মেরেছিলেন, সেই প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন। ২০০৭-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ বিশ্বকাপের সময়ে পাকিস্তান ড্রেসিংরুমেই সতীর্থ মহম্মদ আসিফকে ব্যাট দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল শোয়েব আখতারের বিরুদ্ধে। তার জেরে শোয়েবকে দেশে ফেরতও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজের আত্মজীবনীতে সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন 'রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস'। আর এই পরিস্থিতি জটিল করে তোলার জন্য আফ্রিদিকেই দায়ি করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিদি বলেছেন, 'আমি শোয়েবের সঙ্গে মজাই করছিলাম। আর আসিফ আমাকে সমর্থন করেছিল। এতেই শোয়েব রেগে গিয়ে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিল। তবে শোয়েবের মনটা কিন্তু খুবই ভাল।

ইস্টবেঙ্গল এবার বড়সড় আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিংবা শ্রী সিমেন্ট কর্তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শেষে পরিস্থিতি কী হবে, সেটা সম্পূর্ণই অন্য ব্যাপার। কিন্তু তার আগেই পুরনো ইস্যুতে বড় সড় সমস্যার মেঘ ছেয়ে যেতে পারে লাল-হলুদে। কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের সময়কার ফুটবলার এবং সহকারি কোচের বেতনের ইস্যুতে প্রায় ৪ কোটি টাকার জরিমানা ফিফা অথবা ক্যাশের (কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস) থেকে আসতে চলেছে লাল-হলুদে। সে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে শ্রী সিমেন্ট থাকুক, কিংবা তারা সরে গিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কেউ আসুক, আর্থিক জরিমানাটা কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঘাড়েই আসতে চলেছে। সময় মতো বিপুল আর্থিক জরিমানা না দিতে পারলে, সেক্ষেত্রে বিদেশি ফুটবলার সই করানোর ক্ষেত্রে ফিফার নিষেধাজ্ঞার আওতায় চলে আসবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

কোয়েস ইস্টবেঙ্গল এফসির সময়কার কিছু ফুটবলার এবং সহকারি কোচের বেতন নিয়ে সমস্যাটা অনেকদিন ধরেই চলছে। এদিকে, যাবতীয় হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে দেড় বছর আগেই চলে গেছে কোয়েস। ফলে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের আর্থিক কোনও দায়ভার নিতে তারা আর রাজি নয়। ক্লাব চুক্তিতে সই না করায়, নতুন ইনভেস্টর শ্রী সিমেন্টও কোয়েসের সময়ের ফুটবলারদের বেতনের কোনও দায়ভার নেবে না। অথচ কোয়েসের থেকে শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল এফসি নামকরণের সময় পুরনো সব আর্থিক দায়ভার নেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তারা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন ইনভেস্টর নতুন করে আর কোনও আর্থিক বিনিয়োগ করতে রাজি নয়। ফলে বিদেশি ফুটবলার সই করানো নিয়ে কিন্তু খুব শীঘ্রই মারাত্মক একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছে লাল-হলুদ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
• সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত • Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156• Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96